চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 July, 2020 ■ আগরতলা, ৮ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৩ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাল খুমুলুঙ বন্ধ ডাকল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। করোনার প্রকোপের মাঝেই পাহাড় রাজনীতির পারদ আবারও তপ্ত হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, শাসক জোট শরিক আইপিএফটি আগামী ৯ জুলাই খুমুলুঙয়ে ২৪ ঘন্টার বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। দলীয় কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এই বন্‌ধ পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইপিএফটি'র সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা। প্রসঙ্গত, খুমুলুঙয়ে বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ মঙ্গল দেববর্মা নামে আইপিএফটির এক কর্মীকে রবিবার গ্রেফতার করেছে। তাকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দাবি আইপিএফটি'র।

করোনার প্রকোপের কারণে এডিসি ভোট পিছিয়ে গেছে। কিন্তু, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এডিসির ক্ষমতা রাজ্যপালের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাজ্যপাল এডিসি পরিচালনায় প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে সম্প্রতি ত্রিপুরা পিপলস্ ফ্রন্ট পাহাড়ের হওয়া গরম করতে চেয়েছিল। এডিসি এলাকায় সকাল সন্ধ্যা অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছিল। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনকে এডিসির ক্ষমতা দেওয়ার দাবিতে ত্রিপুরা পিপলস্ ফ্রন্ট ওই কর্মসূচি নিয়েছিল। করোনার প্রকোপের মাঝেই লকডাউনের সমস্ত নিয়ম নীতি উলঙ্ঘন করে টিপিএফ অবরোধ কর্মসুচি পালন করেছিল। তবে, রাজ্য সরকার সেদিন টিপিএফ'র ফাঁদে পা দেয়নি। কিন্তু, খুমুলুঙয়ে বন্‌ধকে ঘিরে পরিস্থিতি কোন পর্যায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনই আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

খুমুলুঙয়ে বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনার পরপর দুই দিন এডিসি সদরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর কঠোর মনোভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছিল। তার মাঝেও উৎশৃঙ্খল আইপিএফটি কর্মীদের ছোড়া ইট পাটকেলে বিজেপি কর্মীকে আহত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ৯ জুলাই বন্‌ধকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা ভুল হবে না। কারণ, অতিতে বন্‌ধকে ঘিরে আইপিএফটি'র উৎশৃঙ্খলতার বহু উদাহরণ রয়েছে।

আজ আইপিএফটি'র সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা জানিয়েছেন, দলীর কর্মী প্রদীপ দেববর্মাকে গ্রেফতারেরর ঘটনায় সভাপতি এনসি দেববর্মার বাসভবনে কেন্দ্রীয় ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃত্বদের বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকে আগামী ৯ জুলাই খুমুলুঙয়ে ২৪ ঘন্টার বন্‌ধ পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিনা দোষে জামিন অযোগ্য ধারায় দলীয় কর্মী প্রদীপ দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতেই বন্‌ধ পালন করা হবে। তার বক্তব্য, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সমস্ত গতিবিধি ওইদিন বন্‌ধের আওতার বাইরে থাকবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রেপিড অ্যান্টিজেন কিটে পরীক্ষার অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বহিঃরাজ্য থেকে আগত সকলের অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভা স্বাস্থ্য দফতরের এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর দ্বারা ট্রেন, বিমান এবং বাসযাত্রী সকলকেই পরীক্ষা করা হবে। পর্যায়ক্রমে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়ও ওই পরীক্ষা করা হবে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, আগামী সোমবারের মধ্যেই বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের অ্যান্টিজেন পরীক্ষা শুরু হবে। এর পরই করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের পরীক্ষা করা হবে।

তিনি বলেন, রেপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। ৪০ হাজার কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। ইতিমধ্যে ১৫ হাজার কিট এসে গেছে। আরও ২৫ হাজার কিট আসবে। তাঁর বক্তব্য, ওই কিট-এর সহায়তায় ১-২ ঘণ্টার মধ্যে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল জানা সম্ভব হবে। তাই, আপাতত বহিঃরাজ্য থেকে আগত সকলের নমুনা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হবে। তাঁর দাবি, আজ মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিমানবন্দরের বাইরে একটি স্থানে সকল যাত্রীকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য রাখা হবে। সেখানেই রেপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে তাদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। রিপোর্ট পজিটিভ আসলে হাসপাতালে এবং নেগেটিভ হলে ওই যাত্রীকে বাড়িতে ১৪ দিনের জন্য একান্তবাসে থাকতে হবে। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় সমস্ত প্রবেশদ্বারে ওই কিট-এর সহায়তায় পরীক্ষা করা হবে।

তিনি বলেন, ওই কিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই আগামী সোমবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, আগামী সপ্তাহ থেকে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। তাঁর মতে, ত্রিপুরায় বর্তমানে ২৮টি করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ৭৬৩৯ জনের বসবাস রয়েছে। অধিকাংশই গোমতি জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া, বাকি রয়েছে সীমান্ত এলাকায়। তাই এ-বিষয়ে মন্ত্রিসভায় বিস্তৃত আলোচনায় সারা ত্রিপুরায় রেপিড অ্যান্টিজেন কীট দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

মন্ত্রীর কথায়, বহিঃরাজ্যের যাত্রী, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দা ছাড়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার সাথে যুক্তদের ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ২৭ জুন থেকে ত্রিপুরায় আগত সমস্ত বিমান যাত্রীর নমুনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীমন্তপুর আইসিপির উন্নতীকরণে গেট নির্মাণে বিজিবির বাধা, থমকে কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র আপত্তিতে ত্রিপুরার ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট-এ গেট নির্মাণের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। জিরো লাইন সহ তিনটি গেট নির্মাণ কাজ থমকে রয়েছে। ফলে, ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুরে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট চালু হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টে পরিচালনায় ল্যান্ডপোর্ট অব অথরিটিকে (এলপিএ) দায়িত্ব দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সে-মোতাবেক স্থলবন্দর আধুনিকীকরণ এবং সুরক্ষার প্রশ্নে তিনটি গেট এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল এলপিএ। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্ভব হলেও জিরো লাইন সহ গেট নির্মাণে আপত্তি জানায় বিজিবি। শ্রীমন্তপুরে আইসিপি উন্নতীকরণে এবং পরিচালনায় ত্রিপুরা সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশে শিল্পোদ্যোগ নিগম শ্রীমন্তপুরে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেয়। স্থলবন্দর আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুতগতিতে চলেছে ঠিকই, কিন্তু জিরো লাইনে গেট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ-বিষয়ে শিল্পোদ্যোগ নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় বলেন, শ্রীমন্তপুর আইসিপি-র উন্নতীকরণে যাবতীয় কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। কাঁটাতারের বেড়াও নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু, গেট নির্মাণ করা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, বিজিবি-র আপত্তিতে জিরো লাইন সহ তিনটি গেট নির্মাণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিজিবি-র এই আপত্তির বিষয়ে বিএসএফ-এর মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারকে জানিয়েছে। টিঙ্কুবাবু বলেন, বিষয়টি ঢাকাস্থিত ভারতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দাবি দিবস পালন বামেদের কিছু স্থানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

বামফ্রন্টের দাবি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজ্যে বামেরা দাবি দিবস পালন করেছেন। সারা ত্রিপুরায় ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে সিপিএম-এর নেতৃত্বে চার বাম দল। তবে কিছু কিছু স্থানে আন্দোলনে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে বামফ্রন্ট অভিযোগ করেছে। আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ জানানোর সাথে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বামফ্রন্ট বলেছে, জনগণের আশু ও জরুরি ৭-দফা দাবিতে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি রাজ্যব্যাপী দাবি দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছিল। ত্রিপুরার সবকয়টি মহকুমায় এক বা একাধিক স্থানে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বামফ্রন্টের কর্মী-সমর্থক-দরদি এবং বিপন্ন জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে দাবি দিবস পালন করেছেন। তাই, ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি দাবি দিবসে অংশগ্রহণকারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এদিন বামফ্রন্ট কমিটি অভিযোগ এনে বলেছে, সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তত চারটি মহকুমা তথা বিলোনিয়া, কমলপুর, জিরানিয়া ও মোহনপুরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করতে কোথাও পুলিশ বাধা দিয়েছে। আবার কোথাও পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপি-আশ্রিত সমাজবিরোধীরা অংশগ্রহণকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। মোহনপুর মহকুমার যুবতারা এলাকায় দাবি দিবস পালন করে বাড়ি ফেরার পথে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ বিজেপি গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন এবং চার জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে।

বামফ্রন্ট মনে করে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের জনৈক মন্ত্রীর প্রকাশ্য অবিবেচক মন্তব্য দলীয় সমাজদ্রোহীদের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা চালাতে উৎসাহিত করেছে। তাই, ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত আরও ২৪ জন সুস্থ হলেন ২৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে আরও ২৪ জনের দেহে করোনা সংক্রমণের সন্ধান মিলেছে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইটারে এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এদিন ১৩৭৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে সাতজন উত্তর জেলার, ছয়জন পশ্চিম জেলার, গোমতী জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা দেয়া যাবে ককবরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। টিএসআরে নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় ককবরক ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখন থেকে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজীর পাশাপাশি ককবরক ভাষাতেও প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষা দিতে পারবেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি অংশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি আন্তরিক বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে সিলিন্ডার পৌছনোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা-য় সুবিধাভোগীদের বাড়িতে এলপিজি সিলিন্ডার হোম ডেলিভারির মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মাধ্যমে গ্যাস এজেন্সিগুলিকে সিলিন্ডার প্রতি ২৮ টাকা প্রদান করে থাকে। এ বিষয়ে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করার জন্য খাদ্য দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ের ২ নম্বর কনফারেন্স হল-এ খাদ্য দফতরের পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই নির্দেশ দিয়েছেন।

সভায় খাদ্য দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সকল ভোক্তাগণ যাতে এলপিজি সিলিন্ডার সংগ্রহ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোনও এলপিজি গ্যাস এজেন্সি ভোক্তাদের হোম ডেলিভারির মাধ্যমে সিলিন্ডার না পৌঁছায় তা হলে ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনদস্যুদের আক্রমণের মুখে বনকর্মীরা গাড়ি ভাঙচুর, ব্যাপক উত্তেজনা গজারিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুলাই।। বন দফতরের অভিযান অব্যাহত। মঙ্গলবারও এর ব্যতিক্রম নয়। এদিন সকালে বিশালগড় থানাধীন গজারিয়া এলাকায় গোপন খবরের ভিক্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ত্রিশটি সেগুন গাছের লগ উদ্ধার করল বন কর্মীরা। সাথে বিশালগড় থানার পুলিশও উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধারকৃত লগ গুলির বাজারমূল্য প্রায় ৬০ হাজার টাকার কাছাকাছি হবে বলে জানান বন দফতরের ফরেস্টার সুকান্ত দাস।

এই অভিযান শুরু হওয়ার কিছুক্ষন পরই শুরু হয় এলাকাবাসীদের বাধা বিপত্তি। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন মহিলা হাতে দা এবং লাঠি নিয়ে বন দফতরের

আধিকারিকদের এই লগ গুলি নিয়ে যেতে বাধা সৃষ্টি করে। বন দফতরের কর্মীরা একসাথে এতজনকে দেখে তারাও ভেঙে পরেন। যদিও পুলিশের তৎপরতায় বেঁচে যান তারা। খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টি এস আর জওয়ানরা ছুটে গেলে ঘটনারস্থল থেকে তারা পালিয়ে যায়।

কিন্তু রাস্তায় থাকা বিশালগড় থানার একটি টিআর০১ই ২২৪৮ নম্বরের গাড়ির গ্লাস ভেঙে দেয় বনদস্যুরা। তাদের মধ্যে সোহেল রানা নামে এক যুবককে পুলিশ আটক করেছে। এই বিষয়ে বন দফতর থেকে থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। এদিনের এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বিশালগড় রেঞ্জ অফিসার শিবু দাস এবং ফরেস্টার সুকান্ত দাস।

মেঘালয়ে বাঙালি নিগ্রহ ত্রিপুরায় আমরা বাঙালি কলকাতায় বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর অত্যাচার নিগ্রহের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে আমরা বাঙালি। তেমনি, ক্ষোভে ফেটে পড়েছে কলকাতার বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। ৫ দফা দাবি পূরণে এদিন মেঘালয় এবং ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ করেছে আমরা বাঙালি দল। দাবি পূরণ না হলে অস্তিত্ব রক্ষা তথা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমরা বাঙালি দল নিকট ভবিষ্যতে বাংলার অঞ্চল জুড়ে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। একইভাবে, বাঙালি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬২,৩৪০টি ভূয়া রেশনকার্ড বাতিল রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। খাদ্য দপ্তর রাজ্যে মোট ৬২,৩৪০টি ভূয়া রেশনকার্ড বাতিল করেছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট রেশন কার্ড রয়েছে ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০৬টি। ২০২০-২১ বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী খাদ্য দপ্তর রাজ্যের ৩৪,৪৬৪টি পরিবারের অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে আগামী ৩ বছর বিনামূল্যে রেশন প্রদান করবে। রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটান্ন বছর পর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি লাদাখে

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.)।। ইতিহাস ফের একবার ৫৮ বছর পর পুনরাবৃত্তি হল।গালওয়ান উপত্যকা থেকে চিনা সেনা পিছু হটে গিয়েছে। ১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই এই গালওয়ান উপত্যকা থেকে পিছু হটেছিল চিন। ফলে এবারের ঘটনা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ৫৮ বছর আগের সেই ঘটনা সেই সময় সংবাদের শিরোনাম অর্জন করেছিল। কিন্তু এর ঠিক ৯১ দিন বাদে চিন ভারতের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল চিন। কিন্তু ২০২০ সালের ভারত একেবারে আলাদা। সামরিক এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে শক্তিশালী ভারতের কাছে নতিস্বীকার করে পিছু ঘটে গিয়েছে চিন।কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ড্রাগনের ওপর নজরদারি চালানো একান্ত প্রয়োজন।

এক সেনা কর্তার কোথায় এপ্রিলের শুরুতে ভারত যখন শেয়ক এবং গালওয়ান সঙ্গমে সেতু বানানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল, তখনই গালওয়ান উপত্যকায় ভারতের অধীনে থাকা ৮০০ মিটার এলাকা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে চিন। ১৯৫৯ সালে দুই দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে এই এলাকাকে ভারতের অধীনেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু ৬১ বছরের পুরনো সেই চুক্তি ভঙ্গ করেই মূল নিয়ন্ত্রণরেখায় সৈন্য সমাগম করতে থাকে চিন।ফলে এবার চিনা সেনা দুই কিলোমিটার কিছু হটে গেলেও সতর্ক থাকতে হবে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের সম্পর্ক স্পর্শকাতর জায়গায় রয়েছে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চিনের জয় হয়েছে। আর ভারতের হার। এরপর ১৯৬৫ এবং ১৯৭৫ সালে সীমান্তে দুই দেশের সেনা জওয়ানদের মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষ বেধে ছিল। সেই সংঘর্ষ কখনোই বড় যুদ্ধের আকার ধারণ করেনি। এই নিয়ে চতুর্থবার দুই দেশের সেনার মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমানে গালওয়ানে তিন কিলোমিটারের বাফার জোন তৈরি করে সমঝোতায় এসেছে দুই দেশ। কিন্তু সেনা আধিকারিকদের মতে চিন এবার যেভাবে আগ্রাসন দেখিয়েছে তাতে করে বেজিংয়ের ওপর ভরসা করা যায় না।

১৫ জুন, সোমবার রাতে সুপরিকল্পিতভাবে চিন যে ভাবে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের উপর হামলা চালিয়েছিল, তাতে করে আগামী দিনে সতর্ক থাকতে হবে।এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আবহে নবজাতকদের নামে অভিনবত্ব

মণিপুরে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ভূমিষ্ঠ দুই কোভিনা ও কোভিদা

ইমফল, ৭ জুলাই (হি.স.) ।। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে জন্ম হয়েছে, তাই নাম রাখা হয়েছিল এমানুয়েল কোয়ারেন্টিনো। মণিপুরে ওই শিশুর জন্মের ঠিক এক মাসের মাথায় আরও দুই শিশুর জন্ম হয়েছে। কন্যা সন্তানের নাম কোভিনা এবং পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছে কোভিদা। করোনা-প্রকোপের মধ্যে তাদের জন্ম হওয়ায় নামাকরণে এই মহামারিকে স্মরণীয় করে রাখলেন মণিপুরের দুই দম্পতি।

গুড়গাঁও থেকে আগত মণিপুরি দম্পতির কাছে ১ জুলাই স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। সেগিন ওরফে জিন হ্যাংশিং এবং নেংমিনহোই হ্যাংশিঙের প্রথম সন্তান প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে জন্ম নিয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে তাঁদের সেখানেই চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। মগবাং মডেল গ্রামের বাসিন্দা সেগিন ওরফে জিন হ্যাংশিং ও তাঁর স্ত্রী ২৫ মে গুরগাঁও থেকে শ্রমিক বিশেষ ট্রেনে মণিপুর ফিরে আসেন এবং ২৯ মে জিরিবাম হয়ে কংপোকপিতে পৌঁছেছিলেন। তার পর থেকে তাঁরা আইজিএনটিইউ-আরসিএমস্থিত মখান প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রে রয়েছেন। তাঁদের সাথে শতাধিক বহিঃরাজ্য ফেরত মণিপুরের নাগরিকও রয়েছেন।

মোৎবাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. ইমোচা এবং ডা. কেনেডি গত বুধবার সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে কন্যা সন্তানের প্রসব করান। কাংপকপই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নীলকান্ত সিং মেডিক্যাল সুপার ডা. পাওতিনলাল হাওকিপ তাঁদের সহায়তা করেন। ওই কন্যা সন্তানের সুস্থভাবে জন্ম হয়েছে। জন্মের সময় তার ওজন ছিল ২.৮ কেজি। ওই কন্যা সন্তানের নাম রাখা হয়েছে কোভিনা। তার জন্মের ঠিক দুদিন পর একান্তবাস কেন্দ্রে আরও একটি বাচ্চার জন্ম হয়। এবার পুত্র সন্তানের জন্ম হওয়ায় তার নাম রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় সন্তানের নাম রাখা হল কোভিড নাইনটিন দেববর্মা

আগরতলা, ৭ জুলাই (হিঃসঃ)।। করোনা সত্যিই মানুষের জীবনে অতি স্মরণীয় ঘটনা হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ, এই অতিমারিকে স্মরণীয় করে রাখতে সন্তানের নামাকরণ কোভিড-১৯ রাখা হচ্ছে। ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ চলাকালীন সন্তানের জন্ম হওয়ায় তার নাম রাখা হয়েছে 'কোভিড নাইনটিন দেববর্মা'। ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় একটি পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল 'লকডাউন'।

প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপ যত বাড়ছে মানুষের মনে এই অতিমারি ততই দাগ কাটছে। বৈজ্ঞানিকদের দাবি, করোনা ভাইরাস আমাদের জীবনশৈলিতে মিশে যাবে। করোনা নিয়েই আমাদের বাঁচতে শিখতে হবে। এই অতিমারির প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে মানুষের এই রোগের প্রতি ভীতিও কাটছে। তবে, সাবধানতা অবলম্বন না হলে বিপদ মারাত্মক আকার নিতে পারে তা অনেকে বুঝছেন ঠিকই। আবার অনেকেই বিষয়টিকে খুবই হাল্কাভাবে নিচ্ছেন। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় নতুন অতিথির আগমন হচ্ছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ফুটফুটে বাচ্চারা জন্ম নিচ্ছে। তেমনি একটি সন্তানের জন্ম মানুষকে করোনা-র প্রকোপেও রোমাঞ্চিত করেছে। সিপাহিজলা জেলায় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন জম্পুইজলা ব্লকের অধীনে অমরেন্দ্রনগরের হিরাপুর এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা অর্জুন দেববর্মার স্ত্রী পবিত্রবালা দেববর্মা গত ২১ মে ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এতে চমকে যাওয়ার মতো কোনও ঘটনা হয়নি ঠিকই। কিন্তু পেশায় কৃষক অর্জুন দেববর্মা সকলকে চমকে দিয়ে সন্তানের জন্ম পঞ্জিকরণপত্রের আবেদন করেন। তাতে ছেলের নাম লেখেন 'কোভিড নাইনটিন দেববর্মা'।

বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওই আবেদনপত্র দেখে সকলে হাসিতে ফেটে পড়েন। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে ওই নামে সমস্যা হতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬৫ ▫ ৮ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ২৩ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কিডনি রোগীদের বিড়ম্বনা

দিনে দিনেই কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই রোগে বহু মানুষের প্রাণ বলি হইয়াছে। কিডনি রোগীরা রীতিমতো দিশাহারা অবস্থায়। কিডনি একেবারে খারাপ ও কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিলে রোগীর মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হইয়া যায়। এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিতে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা কিডনি বদলানো যাইতে পারে। ট্রান্সপ্ল্যান্ট যথেষ্ট ব্যয় বহুল হওয়ায় অনেকেই সে পথে আগাইতে পারেন না। যাহারা এই পরিবর্তনে অক্ষম বা কিডনি পরিবর্তন অনেকটাই ঝুঁকির সেইসব রোগীদের ডায়ালাইসিস ছাড়া বিকল্প পথ নাই। দেশ জুড়িয়া হাজার হাজার ডায়ালাইসিস রোগী আছেন। এই রোগীদের জন্য ভারত সরকার বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস পরিষেবা প্রকল্প চালু করিয়াছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ইহা একটি মহান কর্মযজ্ঞ। রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে এই ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপন করা হইয়াছে। ত্রিপুরাতেও এই প্রকল্প চালু হইয়াছে ২০১৭ সাল হইতে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এই প্রকল্পের রূপায়নে প্রধান ভূমিকা নিলেও হাসপাতালগুলির মেডিকেল সুপাররা অনেক সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন না মানিয়া নিজেদের মর্জি ইত্যাদি চাপাইয়া দিতে চান। তাঁহারা ডাক্তার হইয়া ভুলিয়া যান যে, কিডনি রোগীরা শ্বাস কষ্টে ভুগেন। তাঁহাদের লাইনে দাঁড়াইয়া ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নিয়া ডায়ালাইসিস করার অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি অমানবিক। রোগীর আত্মীয় বা স্বজনকে লাইনে দাঁড়াইলে চলিবে না রোগীকে স্বয়ং লাইনে দাঁড়াইতে হইবে। এমন অদ্ভুত সব ফমান জানাইতে সচেষ্ট কোনও কোনও মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট। সোজা কথায় ডায়ালাইসিস রোগীরা শুধু ত্রিপুরায় নহে সারা দেশেই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিষেবা নিতেছেন। ত্রিপুরায় এমএস এর মতো এমন অদ্ভুত চিন্তা সেখানে নাই। কেন্দ্রের এই ডায়ালাইসিস প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের একটি বেসরকারী হাসপাতাল স্বাবলম্বনকে দেওয়া হইয়াছে। এই 'স্বাবলম্বন' অনেক প্রতিকূলতার মাঝে রোগীদের পরিষেবা দিয়া চলিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিটের এমন বেহাল অবস্থা কেন? যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ডায়ালাইসিস রোগীদের পরিষেবা দিতে গিয়া বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেছে সেখানে রাজ্য সরকারের প্রধান হাসপাতালে রোগীরা কেন পয়সার অভাবে ডায়ালাইসিস করিতে পারিবে না? ইহা কি রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল হকিকতের উপর প্রশ্ন চিহ্ন আনিয়া দিতেছে না? রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্রে জিবি হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটের বেহাল অবস্থার চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে। প্রকাশিত অভিযোগে বলা হইয়াছে, জিবি হাসপাতালের তরফে কিডনি আক্রান্ত রোগীদের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে ডায়ালাইসিস পরিষেবা দেওয়ার বিষয়ে নজর নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কিডনি রোগীদের বিনা পয়সার পরিষেবা দেওয়ার কথা থাকিলেও তাহা মানা হইতেছে না। ডায়ালাইসিস করাইতে গেলেই হাসপাতালের ডায়ালইসিস ইউনিট হইতে ওষুধ ইনজেকশন ইত্যাদি কিনিয়া আনিতে তালিকা ধরাইয়া দেওয়া হয়। যেসব ওষুধপত্র কিনিয়া আনিতে হইতেছে তাহার মধ্যে আজ ব্লাড টিউবিং সেট, হেপাবিন ইনজেকশন, সিরিঞ্জ টুয়েন্টি এমএল, হিমোগ্লোবিন ইনজেকশন ইত্যাদি। তাহার মধ্যে ব্লাড টিউবিং সেট কিনিতে গিয়া সবচাইতে বেশী সমস্যা হইতেছে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের। কারণ, আগে শুধু সিঙ্গেল টিউবিং সেট বিক্রি করিলেও এখন আর বিক্রি করিতেছে না ওষুধের দোকানগুলি। টিউবিং সেট নিতে হইলে একসঙ্গে ডাইলেজার সেটও কিনিতে হইবে। শুধু একটি টিউবিং সেট ও ডাইলেজার সেট কিনিতে খরচ পড়িতেছে ২২০০ হইতে ২৩০০ টাকা। বাকী ওষুধপত্রের খরচ আরও বেশী। এই অবস্থায় গুরুতর কিডনি রোগীরা বিপাকে পড়িয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ডায়ালাইসিস রোগীদের প্রতি অনেক বেশী মানবিক। বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস পরিষেবা প্রকল্প চালু না করিলে বহু রোগীকে অকালে প্রাণ দিতে হইত। এইসব বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যখন এত মানবিক তখন ত্রিপুরার সরকারী প্রধান রেফারেল হাসপাতাল এমন দায়িত্বহীন হইতে পারে কি করিয়া? এই হাসপাতালে প্রতিনিয়ত গভীর সমস্যা চলিতেছে। যেসব কিডনি রোগী বিত্তবান বা আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তাহারা রাজ্যের বিশ্বমানের হাসপাতালে মোটা টাকার বিনিময়ে ডায়ালাইসিস করাইতেছেন। এই 'বিশ্বমানের' হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করাইতে গেলে বহু রোগীকেই ফতুর হইবার পথে নিয়া যায়। রোগী টানিবার জন্য ত্রিপুরায় 'বিশ্বমানের' হাসপাতালকে সুবিধা পাওয়াইয়া দিতেই সরকারী হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিটে এই অচলাবস্থা কায়েম একটি ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। তাহা সরকারকে তদন্ত করিয়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মোতাবেক রাজ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কিডনি রোগীদের সুষ্ঠু ডায়ালাইসিস পরিষেবা নিশ্চিত করিতে রাজ্য সরকারকে জরুরী উদ্যোগ নেওয়া উচিত। শত শত বিপন্ন, মৃত্যুপথ যাত্রী কিডনি রোগীদের নিয়া ছেলেখেলা একটি জঘন্য অপরাধ। জিবি হাসপাতাল সেই অপরাধের যে ক্লেদাক্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছে তাহা কিডনি রোগীদের মনোবলে প্রচন্ড আঘাত হানিয়াছে। সেই ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস হইবেই। কিডনি রোগীদের প্রতি এই অমানবিক আচরণ দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার গর্বকেই ধুলায় মিশাইয়া দিতেছে।

পাপুয়া নিউগিনিতে ভারতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত দেখা করলেন উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.): দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনিতে ভারতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সুশীল কুমার সিংঘল মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যান সুশীল কুমার সিংঘল। সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন সুশীল কুমার সিংঘল। এর আগে বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার সামনে ছিলেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রশান্ত মহাসাগরে এই সকল ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের কূটনৈতিক আধিপত্য এবং শক্তি বৃদ্ধি করতে তৎপর চিন।প্রতিবেশী চিনকে টক্কর দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে মরিয়া ভারতও।

কাঁকুড়গাছি জোড়া মৃত্যু কাণ্ডে নয়া তথ্য

কলকাতা,৭ জুলাই (হি স): যতদিন এগোচ্ছে তত যেন রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে। ২২ জুন কাঁকুড়গাছি এক অভিজাত আবাসনে শাশুড়িকে খুন করে আত্মঘাতী হয় জামাইও। তবে, হত্যাকারী মৃত্যুর আগে ৬৭ পাতার সুইসাইড নোট রেখেগেছে। সেই সূত্র ধরেই কাঁকুড়গাছি জোড়া মৃত্যু কাণ্ডে নয়া তথ্য। যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছিল অভিযুক্ত সেই আগ্নেয়াস্ত্র হাওড়া স্টেশনের এক যুবকের থেকে নিয়েছিল সে।

পুলিশ সূত্রে খবর,অভিযুক্তর মোবাইলের কললিস্ট খতিয়ে দেখা হয়। ফোনে অভিযুক্ত অমিত যাদের সঙ্গে কথা বলেছিল তাঁদের মধ্যে থেকে পঙ্কজ কুমার নামে একজনকে চিহ্নিত করে তদন্তকারীরা। সেই পঙ্কজ কুমারে সূত্র ধরেই অস্ত্র লেনদেন বিষয়টি স্পষ্ট হয়। জানা যায়, ৭ মার্চ অস্ত্রটি নিতেই কলকাতায় এসেছিল অমিত। হাওড়া স্টেশনে দেখা করেছিল পঙ্কজের সঙ্গে। সেখান থেকেই ল্যাপটপের ব্যাগে ভরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মানিকতলার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল অভিযুক্ত। সেখানে ব্যাগটি রেখে ফের উড়ে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ওই যুবককে।

প্রসঙ্গত,২২ জুন সকালে অভিযুক্ত স্ত্রীকে খুনের পর বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা ফিরে প্রথমে উত্তরপাড়া গিয়েছিল।এরপর ছেলেকে সেখানে দাদার কাছে রেখে ওই দিন বিকেলেই শ্বশুরবাড়ি আসে সে।

উন্নত অর্থনীতি আনতে জরুরী সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্য

সুনিল মুখোপাধ্যায়

একটা অর্থনৈতিক দৈনিকের একটা খবর আমার নজর কাড়ল। সংবাদের শিরোনাম। 'হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব...। খবরটা কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ পাতায়, পাঠকদের নজর কাড়ার মতো করে ছাপা হয়নি। ছাপা হয়েছিল টেন্ডার নোটিশে ভরা একটা পাকায়। সংবাদ বিভাগের ম্যানেজাররা হয়ত ভেবেছিলেন এটা পাঠকদের নজর কাড়ার মতো খবরই নয়।

তবে এই খবরটা থেকে জানা গেল আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার এক করুণ ও বেদনাদায়ক কাহিনি। এতে বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিনিধির বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী এসব হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছেন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে। আরও কারণ দেখিয়েছেন তিনি এরা হতাশ, সরকারের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, স্বাস্থ্যকর্মীদের মদ্যে সংক্রমণ বাড়ছে, পরিবারের লোকেরা প্রিয়জনদের করোনা ওয়ার্ডে কাজ করতে দিতে চাইছেন না। আর রোগীরাও সরকারি হাসপাতালের বদলে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চাইছেন বলে কাজের চাপ বাড়ছে। শেষের কথাটা থেকেই শুরু করা যাক। বেসরকারি হাসপাতালগুলো করোনা চিকিৎসার জন্য পাঁচ থেকে বারো লক্ষ টাকা নিচ্ছে। এত টাকা খরচ করে দেশের কত মানুষ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা রাখে? আমাদের দেশে আয়করদাতাদের সংখ্যা যদি বিচারের একটা মানদণ্ড হয়, তাহলে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি আয় করে এমন পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের সংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ। কৃষি থেকে আয় যে আয়করের আওতায় পড়ে না, সেকথা মাথায় রেখেই এই হিসেবে করা হয়েছে।

বেসরকারি হাসপাতালগুলো সরকারি সাহায্য পাচ্ছে না—এহেন অভিযোগেরও দম নেই। বড় বড় শহরে যে বেসরকারি হাসপাতালের এর রমরমা তার ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। এরা সরকারের কাছ থেকে হয় বিনে পয়সায় না হলে বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দরে জমি পেয়েছে। তাছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলো তো হামেশাই নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থাগুলোকেই দিচ্ছে। অথচ এমনও দেখা যাচ্ছে, ওসবের যন্ত্রপাতি সরকারি হাসপাতালে হয় পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, না হয় পেটিবন্দি হয়েই পড়ে থাকছে।

মানতেই হবে, স্বাস্থ্যকর্মীরা হতাশ। কিন্তু কেন? কারা এর জন্য দায়ী? তাঁদের জন্য যদি পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম থাকত, তাহলে তাঁরা কি ভয় পেতেন হতাশ হতেন? কে না জানে, হতাশ সেনাবাহিনী যুদ্ধে জিততে পারে না। জানের ভয় থাকলে সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারে না। বেসরকারি হাসপাতালের মালিকরা আত্মজিজ্ঞাসা করুণ, কেন স্বাস্থ্যকর্মীরা হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন? কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁরা কী কী করতে পারতেন? কেন কর্মীদের পরিবারের লোকেরা তাঁদের প্রিয়জনদের করোনা ওয়ার্ডে কাজ করতে দিতে চাইছেন না? বেসরকারি হাসপাতালগুলো তো আর দানধ্যান করতে আসেনি। তারা রোগীর কাছ থেকে সব খরচ উশুল করে ভালো মুনাফাও কামাচেছ। কেউ বলছে না যে তাদের মুনাফা করা উচিত নয়। কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থাটা অতি মুনাফার ক্ষেত্রেও হতে পারে না। প্রশ্ন হল, কর্মচারীদের দায়িত্ব কি তাদের উপর বর্তায় না? কর্মচারীরা কি বেকল মুনাফা কামানোর হাতিয়ার?

হাতের কাছ যেটুকু তথ্য আছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি তুলনায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যার অনুপাতে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা কম, পরিকাঠামো ও অর্থের অভাব আছে। তবুও তারা ভালো কাজ করছে বহুগুণ বেশি রোগীর চিকিৎসা করছে।

করোনা মোকাবিলায় আমেরিকার বিমাভিত্তিক শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্যর্থতা আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী এই দেশটির জনসংখ্যা আমাদের দেশের পাঁচ ভাগের চেয়েও কম। আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। আর এদের বেশির ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ বা গরিব শ্বেতাঙ্গ। ওদের ব্যর্থতা থেকে আমরা আত্মতৃপ্তি পেতে চাই না, কিন্তু শিখতে পারি কেন তারা পারল না। মার্কিন বিশেষজ্ঞ রবার্ট রিট আফশোস করে বলেছেন, করোনা একটা গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে- আমেরিকার সত্যিকারের কোনও জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাই নেই। আর ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেরসাস ডিজিজেস -এর ডিরেক্টর ড. অ্যান্টনি ফাউসি (যিনি করোনার ব্যাপারে ট্রাম্প প্রশাসনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারেন) দরকার স্বাস্থ্যব্যবস্থা তা করতে পারছে না, করার অবস্থায় নেই।.......... স্বাস্থ্যব্যবস্থা ব্যর্থ। আমাদের তা মানতেই হবে।

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হলে আমাদের জিডিপি-র (মোট জাতীয় উৎপাদন) অন্তত চার শতাংশ এই খাতে খরচ করা উচিত। করতে হবে। অথচ আমরা করি এক শতাংশেরও কম। একের পর এক সরকার এসেছে, গিয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে তার দিকে নজরই দেওয়া হয়নি। তৃণমূস্তরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা শক্তিশালী না করে, তারা, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সরকার বিমাভিত্তিক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার ফেল করা মার্কিন মডেল অনুসরণ করছে। পরিণামে মানুষকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসার দিকে।

আমাদের সরকার বাজার ব্যবস্থার উপরখুব বেশি ভরসা করছে, যেন বাজারই আমাদের সব অর্থনৈতিক সমস্যার সর্বরোহগর মহৌষধি। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমাদের অর্থনীতির বিকাশে বাজারের কোনও ভূমিকা নেই। সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে, এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে বাজারের উপর ভরসা করা বা বাজারের মডেল কাজে লাগিয়ে খুব ভালোভাবে কাজ চালানো যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষা ও ওষুধ তৈরি, শিক্ষা ও শিল্পকলা এরকম সব ক্ষেত্র। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি যেভাবে চালানো হয়, এইসব ক্ষেত্র কি সেভাবে চালানো যায়? আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, যায় না। গ্রামে বা আধা শহরে বেসরকারি সংস্থা কি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গড়ে তুলতে আগ্রাহী হবে? আদৌ না, কেননা সেগুলো লাভজনক হবে না।

বেসরকারি ক্ষেত্রের চরিত্রই হল তাদের অংশীদারদের জন্য যতটা সম্ভব মুনাফা কামানো। ওইসব সংস্থার চিকিৎসক ও কর্মীদের লক্ষ্য থাকে যতটা সম্ভব বোনাস কামানোর। আর বোনাস নির্ভর করে সংস্থাটির মুনাফার ওপর। তাই আমরা হামেশাই অভিযোগ শুনতে পাই, ডাক্তারবাবুরা এমন সব ওষুধপত্র ও পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদান দিচ্ছে বা কর্মীরা রোগীকে আইসিইউতে পাঠাতে চাইছেন যা আদৌ দরকারই নেই। এভাবে তারা যার স্বার্থ সবচেয়ে বেশি করে দেখা উচিত সেই রোগীর স্বার্থের চেয়ে মালিকের স্বার্থের দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন। বিরল ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

তেমনি আইনি সাহায্য, শিক্ষার সুযোগ এবং মানুষের অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা ও অধিকার কিছুতেই বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

করোনা অতিমারি মোকাবিলার আদৌ কোনো প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। তার খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের। দৈনন্দিন স্বাস্থ্য পরিষেবার ঢিলে দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি জোর দিয়েছে করোনা মোকাবিলার জন্য সরঞ্জামপত্র কিটস ইত্যাদি সংগ্রহ ও হাসপাতালের বর্তমান ওয়ার্ডগুলিকেই আলাদা করে একাজে ব্যবহারের ওপর। তার ফলে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, টিবি, ডায়ালিসস, ক্যানসার চিকিৎসা প্রভৃতির মতো দৈনন্দিন পরিষেবা দেওয়ার কাজ ঠিক মতো করা যায়নি। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী খেসারত আমাদের দিতেই হবে।

> গোটা দেশ জুড়েই আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা, পরিবারের স্বার্থ, গালমন্দ, ভয় ইত্যাদি উপেক্ষা করে যতটা সম্ভব ভালো পরিষেবা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তা করছেন সুরক্ষা সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয়ের কিটস ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব থাকা সত্ত্বেও। যাঁরা এ নিয়ে অভিযোগ করেছেন তাঁদের সাসপেন্ড করে দেবার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ এক এক রাজ্যে একেক রকম। এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি করোনা অতিমারির মোকাবিলা করতে গিয়ে। কেরলের মতো দু-একটা রাজ্য যেভাবে এর মোকাবিলা করতে পেরেছে, বাকিরা পারেনি। ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্ট (২০১৬-১৭) রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যখাতে কেরলে মাথাপিছু সরকারি খরচ যেখানে ২.১৪৯ টাকা, সেখানে বিহারে মাত্র ৫০৪ টাকা, উত্তরপ্রদেশের ৭৭২ টাকা। এই ফারাক থাকার ফলে, রাজ্যে রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কাঠামো ও মাথাপিছু স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপাতেও ফারক থেকে যাচ্ছে। কেবল ও তামিলনাড়ু দীর্ঘকাল ধরে হাসপাতালে, মেডিকেল কলেজ ইত্যাগি গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রচুর অর্থ লগ্নি করেছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রতিষেধক ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কাজে। অথচ মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের মতো তুলনায় বিত্তবান রাজ্যগুলি যে করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে হলতার একটা বড় কারণ, তারা শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার দিকে ততটা নজর দেয়নি। আমরা অস্বীকার করতে পারি না, গোটা দেশ জুড়েই আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা, পরিবারের স্বার্থ, গালমন্দ, ভয় ইত্যাদি উপেক্ষা করে যতটা সম্ভব ভালো পরিষেবা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর তা করছেন সুরক্ষা সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয়ের কিটস ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব থাকা সত্ত্বেও। যাঁরা এ নিয়ে অভিযোগ করেছেন তাঁদের সাসপেন্ড করে দেবার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। করোনার মোকাবিলা করতে গিয়ে অনেক ডাক্তার নার্স, আশাকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ সম্পর্কে খবরাখবর নিতে গিয়ে আশাকর্মীরা আক্রান্ত পর্যন্ত হয়েছেন। এঁরা যে জানপ্রাণ লড়িয়ে দিলেন, সরকার বিনিময়ে কী করল? করোনায় আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য কেন্দ্র যে স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে তাতে এদের অবদানকে কার্যত বিদ্রুপ করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে কোনও স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেলেই শুধু এই বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তিনি চিকিৎসার খরচ পারেন না। আর যে ২২ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী এই বিমার সুযোগ পাবেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু হাসপাতালের সাফাই কর্মী, ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড্যান্ট, অ্যাম্বুলেন্স চালাক, আশাকর্মী ও এএনএম-রা নেই।

গত দু'দশক ধরে মেডিক্যাল ও নার্সিং শিক্ষার যত প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে তার সিংহভাগই হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে। এর ফলে আন্তঃরাজ্য ও গ্রাম শহরের বৈষম্য আরও বেড়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের ভিড় বেড়েছে বড় বড় শহরে, আর গ্রাম ও আধা শহরে বেড়েছে স্বাস্থ্যর্কীর অভাব। যারা করদাতাদের টাকায় অর্থাৎ সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়েছে, তাদের অনেকেই যেখানে চায়, সেখানে প্রচুর টাকা খরচ করে যারা পড়েছে, তারা টাকা উশুল কতে চাইলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবুও স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি ও প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি লগ্নি না বাড়ালে স্বাস্থ্যে গ্রাম শহরের বৈষম্য দূর করা যাবে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের সুশিক্ষিত, নিবেদিতপ্রাণ ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যর্কীদের বিশাল এক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে, চুক্তির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করে লাভ হয়নি। সব স্তরের জনস্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে,তাদের ন্যায্য বেতন সামাজিক সুরক্ষা ও ভালো কাজের পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকীদের (যাদের বেশিরভাগই মহিলা) স্থায়ী ধরনের সুরক্ষা তারা যাতে পায় তার সুনিশ্চত করতে হবে। তাহলেই কাটবে তাদের হতাশা। দেশে তৈরি পিপিই (ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম), ভেন্টিলেটর রোগ নির্ণয়ের কিটস ইত্যাদি না থাকার ফলে আমাদের খুব বেশি নির্ভর করতে হয়েছে আমদানির ওপর। এর জন্য দামও দিতে হয়েছে বেশি। দেরিও হয়েছে অতিমারি মোকাবিলার কাজ শুরু করতে। আমাদের যদি দক্ষ সময়মতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থাকত, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরমক হতে পারত। কিন্তু কেন্দ্র হেঁটেছে উল্টো পথে। গত বছর আইডিপিএল ও তার সাবসিডিয়ারি আরডিপিএল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আর হিন্দুস্তান অ্যান্টিবায়োটিকস ও বেঙ্গল কেমিক্যাল বেচে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রয়ে রিলিফ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তাতে উপেক্ষা করা হয়েছে সরকারি সংস্থাগুলিকে।

আমরা দুনিয়ার বাজারে জেনেরিক ড্রাগের (যেসব ওষুধ পেটেন্ট্রে আওতায় পড়ে না, অর্থাৎ আবিষ্কারের পরে না, অর্থাৎ আবিষ্কারের পরে উৎপাদন ও বিক্রির একচেটিয়া অধিকার মুক্ত হয়) বৃহত্তম সরবরাহকারীদের অন্যতম। আমরা ব্যবহৃত চিকিৎসা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি ও সারাই করে দেশের বা উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারে বিক্রি করি। আমরা ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন ও গবেষণার জন্য বিপুল পরিমাণে লগ্নি করে আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করবে না কেন? এর পাশাপাশি আমাদের কেন্দ্রীকৃত ও স্বচ্ছ সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং বিকেন্দ্রীকৃত বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমরা সরকারি হাসপাতালগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের নানা কর্মসূচিতে জেনেরিক ওষুধের নিয়মিত সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে পারবে, যেমন তামিলনাড়, রাজস্থান ও কেরল করছে দীঘদিন ধরে করোনার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। পাশাপাশি লাগাতার চেষ্টা চালাতে হবে মানুষ যাতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে। আর এ জন্যই শক্তিশালী করতে হবে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা। আর তা পারলে শক্তিশালী হবে আমাদের অর্থনীতি। ভুললে চলবে না, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কর্মীবাহিনী না থাকলে অর্থনীতির স্বাস্থ্য ও ভালো হতে পারে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজনৈতিক ভাষ্য ও প্ররোচনামূলক অতিমারি

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আশির দশকের শেষাশেষি, টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি। রামানন্দ সাগরের কথা অনেকেই মনে রেখেছেন, নিশ্চিয়ই মনে রেখেছেন রাহি মাহসুম রাজার কথাও। আজকাল টিআরপি নামের যে মীনচক্ষু দোরে দোরে ভিক্ষা করিয়ে নেয় কৃষ্টিকল্পের প্রতিভা উচ্চাশাকে দিয়ে, সেই সময়ে কিন্তু এইসব শো-এর দৌলতে দর্শকের অঘোষিত জনতা কার্ফু দেখা যেত মোড়ে মোড়ে, সারা ভারতবর্ষে। এমই ছিল চিত্রন্যাট্যের মরমিয়া ভাষা, এমনই ছিল তার ভাবের আবেদন যে জনমন প্লাবিত হয়ে উঠত আবেগে। অথচ দুটিতেই ছিল চিরকালীন রাজনীতির বীজমন্ত্র। এখনকার যুগ নেটফ্লিক্স কিংবা অ্যামাজন প্রাইমের থ্রি-ডি অ্যাভাঞ্জারদের কিংবা শিশু ডাইনোসরের। কিন্তু আজও সে যুগের প্রোটাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্টদের মুখ থেকে আগুন বের করে চতুর্দিকের শত্রুশিবির জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার দুর্বল প্রযুক্তির দৃশ্যগুলি এক অমোঘ শিক্ষা আমাদের দিয়ে যায়। বলে, ইস্পাতের তির হোক বা লালাময় পিচ্ছিল জিহ্বান, সংযত, সংহত ও সুতিন্তিতভাবেই প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নাইলে হিংসা প্রতিহিংসার আগুনে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে দুই-ই।

মানুষ যখন হারিয়ে ফেলে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সৌজন্যের পরস্পরা, তখন সীমাবদ্ধ প্রয়োগিক শব্দভাণ্ডারের শূন্যস্থান দখল করে নেয় ক্রোধপ্রকাশের অঙ্গাকীর এবং আলটপকা ভাষ্যের ভবিষ্যৎ পরিণামে অদূরদর্শিতা। পলে দৃপ্ত ভাষণের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সুচিন্তিত ব্লু-প্রিন্টের জন্ম দেয় গণতন্ত্রের ও বাকস্বাধীনতার পরিপন্থী নাগরিক কলব উদ্রেককারী বৈস্বরাচারমথিত কিছু শব্দবন্ধ এবং বাক্যবিন্যাসসমূহ। যেন এক প্রকারের নিধনপ্রেরণার অভিলাষ তা মতামতের হোক কিংবা জীবনের আকাশে বাতাশে মিশে যেতে থাকে অবলীলায়। সম্প্রচারিত তর্ক বিতর্ক সভাগুলি থেকে মুঠোফোনের মেসেজটোনে যুক্তিবোধহীন তত্ত্বগুলো তথ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে উদ্ভুত হয় নয়া বিবরণের আবরণে, যা শুধুই প্রতিপক্ষকে ঘৃণার দ্বারা আলাদা করে দিয়ে চায় জনমানস থেকে। আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গদেশ থেকে ভারতবর্ষ শুধু নয়, সমগ্র বিশ্ব এই ভাষ্য অতিমারির শিকার। ব্রিটেন থেকে আমেরিকা, জার্মানি থেকে ব্রাজিল সর্বত্র একই অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি ক্ষমতার দৈন্য গ্রাস করে চলেছে। আসলে বর্তমানের উদার অর্থনীতিবাদের খোলা বাজারের নিয়ন্ত্রণে, দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করা পুঁজিতন্ত্রের যে পাশা খেলা অবিশ্রান্ত প্রবহমান, তা কিছুতেই কোনও রাজনৈতৃত্বকে সাধারণ থেকে অতিসাধারণ জনগণের রোজনামচার দাবিদাওয়াগুলিকে পূরণ করার অনুমতি দিচ্ছে না। অথচ ক্ষমতা দখলের প্রচারে প্রতিশ্রুতি ছিল অন্যরকমের। এই যে ক্রমবর্ধমান অন্তরাল, থাকায় ও কাজে , তা থেকেই দোষ ঢাকাবার এক প্রবণতা এবং ফলস্বরূপ আড়ষ্টতাহীন স্বচ্ছন্দগিতর লাগাতার কিছু হিংস্র প্রতিক্রিয়া যা অন্যের কৃতকর্মে ছিদ্রান্বেষণের মধ্যে খুঁজেদ নিতে চাইছে নিরাময়। আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্যের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ও অতীত ব্যর্থতার উদাহরণ টেনে আনার এই প্রবণতা বেমালুম ভুলিয়ে দিচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রে অতীতকে পছন্দ ছিল না বলেই বর্তমানের পক্ষে নির্বাচনের জনআজ্ঞা ঘোষিত হবার কথা। শিষ্টাচারের এই অন্তর্জলী যাত্রার সোপান থেকে রক্ষা পেতে যাঁরা নিবিষ্ট শ্রোতা, আজও খ্যাপার মতো তল্লাশ করে বেড়ান মণিমুক্তাখচিত বৈদগ্ধ্যের, তাঁরা বিরক্ত হয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন টেড-টক কিংবা কিছু স্ট্যান্ড আপ শো-এর আঙিনায়। তাঁরা কিছু বিস্মৃত হননি, ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর আব্রাহাম লিঙ্কন প্রদত্ত ভাষণের কথা সরকার জনগণের জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত আরেক অমোঘ উচ্চারণ, আই হ্যাভ ও ড্রিম থেকে মহাত্মা গান্ধির ভাষণ, আমাদের লড়াই ক্ষমতার জন্য নয় বরং ভারতের স্বাধীনতার জন্য শুদ্ধতম অহিংস আন্দোলন ইত্যাদিও তাঁদের মননে গেঁছে আছে। মনে আছে নেলসন ম্যান্ডেলার এটি এমন এক আদর্শ যার জন্য আমি মরেত প্রস্তুত, নেতাজির তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদরে স্বাধীনতা দেব, এমনকী কামাল পাশা আতাতুর্কের মায়েদের শিক্ষিত করো, নারীদের স্বাধীতা প্রদান করো ও একাত্তরের এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ইত্যাদির কথা, এগুলো যে থাকবেই। আসলে মচৎকার রাজনৈতিক বক্তৃতার প্রধান কাজ হল বিশ্বস্ততার মাধ্যমে মানুষের ওপরে প্রভাব বিস্তার করা এবং বিসেষ স্বার্থের পক্ষে পরিচালিত করা। কিন্তু সেই বিসেষ স্বার্থই যখন ব্যক্তিগত কার্যসিদ্ধি বা উচ্চাভিলাষের নিত্যন্ত ক্ষুদ্র আস্ফালন হয়ে যায় তখন সেখানে মিথ্যাচার ও শাসানির দাপট সইতেই হয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অকথ্য যখন সাবলীলভাষ্য হয়ে যায় এবং প্রতিনিয়ত জনভাষাকে পরিবর্তিত করে দেয়, তখন সমাজব্যাপী যে মানসিক ঘৃণার পরিসর প্রস্তুত হয় তা পাল্টে দেয় আমাদের ভাবী প্রজন্মের রুচি ঔচিত্যবোধকে। আমরা ভুলে যাই কিছু ঐতিহ্যকে। হারিয়ে ফেলি, বুদ্ধিদীপ্ত উদ্ভাবনী কিছু ক্ষুরধার ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শ্লেষের অনন্য সাধারণ স্লোগানের দেওয়াল লিখনকেও, পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো থেকে দুআনা সের বেগুন কিনে, মন হল প্রফুল্ল, বাড়িতে এসে কেটে দেখি সব, কানা অতুল্য কিংবা ইন্দিরা মাসি বাজায় কাঁসি প্রফুল্ল বাজায় ঢোল, আয় অতুল্য ভাত খাবি আয়, কানা বেগুনের ঝোল, শুনলেও হাসি পায়, কাটা হাতে ভোট চায় সিপিএমের তিনটি গুড়, লুঠ দাঙ্গা মানুষ খুন, দিনের বেলায় কৌটো নাড়ায় রাতে করে ফিস্ট, এরাই আবার চেঁচিয়ে বলে, আমরা কমিউনিস্ট গলি গলি মে শোর হ্যায় , রাজীব গাড়িদ চোর হ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র কিছু। কিন্তু বারি বারি সবকি বারি, অপকি বারি অটলবিহারী থেকে আপ কি বার মোদি সরকার কিংবা চুপচাপ ফুলে ছাপ থেকে বদলা নয়, বদল চাই হয়ে দু 'হাজার উনিশ বিজেপি ফিনিশ-এর পরে বদলাও হবে বদলও হবে এর মধ্যে যে ঢুকে যাচ্ছে বীরভূম থেকি দিল্লি কিংবা কোঙ্কন থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতবর্ষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখা প্রতিদিনের আরেক অন্য ভাষার দলিল , যা দাঙ্গা কিংবা মবলিঞ্চিং-এর পরিসরে নিজেকে ক্রমাগত দৈন্য করে ফেলছে, সেদিকে খেয়াল রাখছি তো? রাজনৈতিক বাইট থেকে জনভাষার ব্যবহার যে অপসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ব্যাপৃত হয়েছে বোধহয় তার অন্তরাহবে আছে ভাবাদর্শগত চিন্তাধারার অকালপ্রয়াণ। কেননা, অর্থনীতিবিদ থেকে পরিসংখ্যানবিদ অথবা পরিকল্পনাকারী থেকে নীতিনির্ধারক কারও কোনও দক্ষতাই আজ আর রাজনৈতিক নেতাসহ জনমের এমন আস্থা অর্জন করতে পারছে না যাতে সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম কোনো সুরচারু প্রক্রিয়াকাঠামো বজায় রাখা যায়। ফলে সব কিছুতেই একটা ছন্নছাড়াভাব এবং যেনতেনপ্রকারেণ ফাঁকফোঁকর গলে উতরে দিতে পারার মোহন আচ্ছন্ন করে রেখেছে সকলকে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলায় বিজেএমপিই কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ : বাংলাদেশে একদিনে মারা গেছেন ৫৫ জন, নতুন আক্রান্ত ৩,০২৭ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৭।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১২২তম দিনে ২৪ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ২ হাজার ১৫১ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১১ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৪৪ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। করোনা শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ২৭ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেশি।

মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৩ হাজার ১৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ২৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ১৭৪ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৪ হাজার ২৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিলেন ৩ হাজার ২০১ জন।

তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৪৮০ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬৪৫ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৩১ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৯৮ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ বেশি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯৫৩ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৫৭১ জন কম সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ৩ হাজার ৫২৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭৮ হাজার ১০২ জন।

তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৪ দশমিক ৭২ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ কম।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৪৯১ জনের। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৫ হাজার ২০১ জনের। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ৭১০টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৭৪টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ১৭৩ জনের। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৪ হাজার ২৪৫ জনের। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১ হাজার ৭২টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

তিনি জানান, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৪৬ জন পুরুষ এবং ৯ জন নারী। এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৭০৩ জন এবং নারী ৪৪৮ জন। মৃত্যুবরণকারী ৫৫ জনের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ২১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১৮ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন এবং ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩ জন, বরিশাল বিভাগে ৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ১ জন, খুলনা বিভাগে ৬ জন, সিলেটে ২ জন, রংপুর বিভাগে ৮ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৪১ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ১৪ জন। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে হাসপাতালে ৩৯ জন, বাড়িতে ১৫ জন এবং হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ১ জন

নাসিমা সুলতানা জানান, এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৫ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭১ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৫৫ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩২৩ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৬২৪ জন এবং ষাটোর্ধ বয়সের ৯২৪ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, রাজশাহী বিভাগে ২ জন, খুলনায় ৭ জন, বরিশাল বিভাগে ২ জন, সিলেট ২ জন, রংপুর বিভাগে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন রয়েছেন। এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫১ দশমিক ৩৩ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগের ২৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ৪ দশমিক ৫১ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ৪ দশমিক ২৩ শতাংশ, রংপুর বিভাগে ৩ দশমিক ০২ শতাংশ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ২ দশমিক ৪২ শতাংশ।

তিনি জানান, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪৯টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৪০১টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ৫২০টি। সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ২২৪টি এবং সারাদেশে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৯৯টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ১৫৬ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ২১০ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৮০২ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৬ হাজার ৮৭৩ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৭২৩ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ১৫ হাজার ৪৭৮ জন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন করা হয়েছে ৩২ হাজার ৩৫১ জনকে।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৪৩৮ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৮১ হাজার ৬০৮ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৭৯৮ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ৩ লাখ ১৮ হাজার ১৬৭ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ৪৪১ জন।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪৩৮ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ১২৩ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৪৫ হাজার ১৬২ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৭।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের প্রকোপ, ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে মানুষ যেন ঠিকভাবে জানতে পারে এবং একইসাথে এসময় যারা কর্মে নিয়োজিত, তারা যাতে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেজন্য এ পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব পরিচালনা পর্ষদের সাথে মতবিনিময়কালে আরো বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে গণমাধ্যমের প্রতি অনুরোধ ছিল তারা যেন গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে ও গণমাধ্যম যাতে চালু থাকে এবং আমরা দেখছি, সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গণমাধ্যম চালু আছে। তবে অনেক সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে করোনা এবং করোনা উপসর্গ মৃত্যুবরণকারী সাংবাদিকদের প্রত্যেক পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

ইতোমধ্যেই ৬টি পরিবারকে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে জানিয়ে ড় হাছান বলেন, 'এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে করোনাকালে অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সাংবাদিক ইউনিয়ন, প্রেসক্লাব ও ডিসি অফিস এ কাজে সহায়তা করছে।'

প্রেসক্লাব সভাপতি সাইফুল আলম উত্থাপিত 'প্রেসক্লাবের মূল আয় হল ভাড়া বন্ধ থাকা কারণে প্রেসক্লাব কিছুটা আর্থিক সংকটে পড়েছে' -এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, এটি নিয়ে আরো আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, 'করোনাভাইরাসের প্রকোপ এখন কোন পর্যায়ে, সেটি বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে কয়েকটি পত্রিকায় দেখেছি প্রকোপটা কমতির দিকে। জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সমস্তকিছু যখন আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে, প্রেসক্লাবও সেক্ষেত্রে সীমিত আকারে খুলে দেবার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।'

এসময় সংবাদপত্রগুলোর বিক্রি ও ছাপা সংখ্যা দু'টিই কমেছে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ অবস্থা লক্ষ্য করেই আমি নিজে অনুরোধ করে মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, যাতে তারা সংবাদপত্রের বকেয়াগুলো পরিশোধ করে। এতে অনেকটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং প্রয়োজনে আবার তাগিদ দেয়া হবে। বকেয়া বিলগুলো পেলে সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া সহজ হয়, সেজন্যই এ পদক্ষেপ।জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, কোষাধ্যক্ষ শ্যামল দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক মাইনুল আলম, নির্বাহী সদস্য কুদ্দুস আফ্রাদ, আবদাল আহমেদ ও জাহিদুজ্জামান ফারুক সভায় করোনাকালে গণমাধ্যম ও জাতীয় প্রেসক্লাব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন। করোনা সংকট মোকাবিলায় তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও মানুষকে আশাবাদী করে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলে সবাই একমত পোষণ করেন।

করোনার হটস্পট পাণ্ডু এলাকায় ২৩৩ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট পজিটিভ সাত নিহত মহিলা

গুয়াহাটি, ৭ জুলাই (হি.স.) : সমগ্র দেশের সাথে অসমেও করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। করোনার এই গণ সংক্রমণ ঠেকাতে ২৮ জুন রাত বারোটা থেকে সমগ্র গুয়াহাটি সহ কামরূপ মেট্রো জেলায় লকডাউন ঘোষণা করে রাজ্য তথা জেলা প্রশাসন। তবুও গণ সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। মহানগরের পাণ্ডু এলাকাকে করোনার হটস্পট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিদিনই এই এলাকা থেকে বহু মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এর জন্য গত ২৮ জুনের আগেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকার করোনার সংক্রমণ রুখতে এক সাথে বেশি মানুষের নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর সঙ্গে সংগতি রেখে দুই নম্বর ওয়ার্ডে মঙ্গলবার থেকে শুরু করা হয়েছে ঘরে ঘরে গিয়ে করোনার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টিং। প্রথমবার একসাথে এত লোককে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আগামী দুদিন পরীক্ষা করা হবে। এক সাথে তিন হাজার লোককে পরীক্ষা করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার পাণ্ডুতে করোনার পরীক্ষা চলাকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, আজ পাণ্ডুর ২৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সাতজনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। করোনা সংক্রমণ ৩০ থেকে ১৬ শতাংশের কম হয়েছে এটা খুবই আশাজনক খবর। তিনি আরও বলেন, আজকের পরীক্ষার রেজাল্ট শুনে তাঁর খুবই ভালো লেগেছে। আপাতদৃষ্টিতে আজকের দিনটা ভালো। ওয়ার্ড নম্বর ২-এর পর ওয়ার্ড নম্বর ১৫, ১৬ এবং ফ্যান্সিবাজারে করোনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাণ্ডুর বাসিন্দা মীনা ভড়ালি নামের এক মহিলার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ১০ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা করা হবে। এর পর লকডাউনের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে পাণ্ডুতে করোনা পরীক্ষার সময় এলাকার অনেক লোক পরীক্ষা করাতে সম্মত হননি। স্বাস্থ্যকর্মীরা লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘরের দরজায় কড়া নাড়লেও অনেকেই দরজা খোলেননি। স্বাস্থ্যকর্মীরা অবশ্য ঘরে ঘরে গিয়ে লোকদের পরীক্ষা করানোর আহবান জানিয়েছেন। তবে কিছু কিছু জায়গায় তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে।

নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে চুক্তিভিত্তিক চাকরির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র টেট উত্তীর্ণদের

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে চুক্তিভিত্তিক চাকরি প্রদানের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার স্মারকপত্র প্রেরণ করেছেন ২০১৯ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্র তুলে দিয়ে চাকরি লাভের আবেদন জানান করিমগঞ্জ জেলার সদ্য টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

শিক্ষার অধিকার আইনের অধীনে ২০১২ সালে রাজ্যে প্রথম টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত টেট পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে নজির সৃষ্টি করেন তরুণ গগৈ পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর পর ২০১৪ সালে বরাক উপত্যকার ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বাংলা মাধ্যমে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের পর দীর্ঘ ছয় বছর সাধারণ টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ছয় বছর পর ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা বিভাগের তরফে নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের টেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে টেট উত্তীর্ণদের চাকরি প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলে শূন্য শিক্ষক পদ পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বর্তমান সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সেই হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কিন্তু পরবর্তীতে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলার সদ্য টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্রে প্রার্থীরা উল্লেখ করেন, ২০১৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত টেট পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার। তবে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ১৮,৯০৬ জন এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ১৬,৩০৪ জন উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ গোটা রাজ্যে টেট উত্তীর্ণের সংখ্যা মাত্র ৩৫,২১০। উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে চাকরিরত বহু টেট প্রার্থী রয়েছেন যাঁরা পুনরায় পরীক্ষায় বসে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং স্থায়ী নিযুক্তির জন্য এগিয়ে এসেছেন।

কিন্তু সব মিলিয়ে শিক্ষা বিভাগের তরফে যে মেধা তালিকা তৈরি করা হয়েছে তাতে স্থান দখল করতে পারেননি প্রায় ২৩ হাজার টেট উত্তীর্ণ প্রার্থী। ফলে অসম সর্বশিক্ষা মিশন অভিযান বর্তমানে যা সমগ্র শিক্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে তার অধীনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের দাবি জানান তাঁরা।

নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে শূন্য শিক্ষক পদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে ২০১৪ এবং ২০১৭ সালের মতো নিয়োগ প্রদানে মুখ্যমন্ত্রীর সদিৎচ্ছা কামনা করেন সদ্য টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শীঘ্র চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে করিমগঞ্জের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক এন হিভারের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্র তুলে দেন তাঁরা।

কোভিড-১৯ প্রটোকল অমান্যকারী হাইলাকান্দির কয়েকটি দোকানে প্রশাসনের কোপ

হাইলাকান্দি (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কেভিড-১৯ সম্পর্কে বারংবার সর্তকবার্তা প্রদান করা হচ্ছে। এর পরও কোভিড-১৯ প্রটোকল অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মানছে না। এবার কোভিড-১৯ প্রটোকল অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে হাইলাকান্দি পুর দফতর।

আজ মঙ্গলবার কোভিড-১৯ প্রটোকল অমান্য করার অভিযোগে হাইলাকান্দি শহর এলাকার বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ অনুসারে আগামী তিনদিন তারা নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলতে পারবেন না।

৫১(বি) ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫-এর অধীনে সেকশন ১৮৮/ ২৭০ অব ইন্ডিয়ান প্যানেল কোডের আওতায় হাইলাকান্দি শহরে ওই দোকানগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধের নোটিশপ্রাপ্ত দোকানগুলো যথাক্রমে বাটা চৌরঙ্গির জন ওধুধি কেন্দ্র, বাসুর পান, আসাম অপটিক্যাল, বিজু পাল। নেতাজি সুভাষ রোডের সুজিত কুমার পাল, রয়েল ফুটওয়ার এবং হিন্দুস্থান মার্কেটিং।

উল্লেখ্য, করোনা সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক ব্যবহার সহ অন্যান্য বিধি যথাযথভাবে কার্যকর করা নিয়ে এবার আরও কঠোর হচ্ছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের পক্ষ থেক এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে রাস্তাজুড়ে জিনিসপত্র সাজিয়ে লোকজনের চলাফেরার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন।

কাটিগড়ার আমতলা জনতা হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নামে বরাদ্দ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

কাটিগড়া (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : ছাত্রছাত্রীদের নামে বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ, স্কলারশিপ প্রদানে ব্যাপক অনিয়ম, মিড-ডে মিলের চাল যথাযথ ভাবে প্রদান না করা সহ নানা অভিযোগ উঠেছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়ার আমতলা জনতা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক আব্দুল মুনিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা মঙ্গলবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী আমতলা বাজারে সাংবাদিকদের ডেকে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জনতা ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি রুকন উদ্দিন তালুকদার, আব্দুল মুকিত লস্কর, সুলতানা বেগম, আতিকুর রহমান, আইনুল হক, হারিস উদ্দিন, আব্দুল কালাম, দেবব্রত দাস, নিতাই রায়, তয়রুন্নেসা সহ স্কুলের বেশ কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, শুধু গত মে মাসে ছোট একটি কৌটো দিয়ে আনুমানিক ৩ কেজি পরিমাণ চাল ও ১৫০ টাকা করে পড়ুয়াদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ছাত্র প্রতি দুশো এক টাকা পনেরো পয়সা ও চার কেজি একশো গ্রাম চাল প্রদান করার কথা। এছাড়াও মার্চ, এপ্রিল বা জুন মাসে কোনও ধরনের মিড-ডে মিলের চাল বা অর্থ তারা পাননি বলে অভিযোগ করেন। এনিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এদিন স্কুলের প্রধানশিক্ষক আব্দুল মুনিম চৌধুরী নোটিশ জারি করে সকল শিক্ষককে স্কুলে উপস্থিত করালেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সহকারী শিক্ষক সেলিম উদ্দিন তালুকদার সহ মোট ছয়জন শিক্ষকের কেউই অভিভাবকদের উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে রাজি হননি।

আসানসোলে করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু

আসানসোল, ৭ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে করোনা আক্রান্ত এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হল। মঙ্গলবার ভোররাতে কলকাতার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মারা যান বছর ৪২-এর বৃন্দাবন মণ্ডল। তিনি আসানসোল জেলা হাসপাতালের প্যাথোলজি বিভাগের ল্যাব টেকনিশিয়ান ছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিলচন্দ্র দাস ও প্যাথোলজি ইনচার্জ চিকিৎসক ডাঃ রূপক চট্টোপাধ্যায়।

জানা গিয়েছে, বর্ধমানের বাসিন্দা বৃন্দাবন মণ্ডল আসানসোলের মহিশীলা কলোনির একটি বহুতলে থাকতেন। তাঁর বাড়িতে মা, স্ত্রী ও ছেলে রয়েছে। গত ১২ বছর ধরে তিনি জেলা হাসপাতালে কাজ করছেন। তিন বছর আগে তিনি স্থায়ী হন। করোনার প্রকোপের একবারে শুরু থেকে বলতে গেলে তিনি প্যাথোলজির অন্য কর্মীদের সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়েছিলেন। লকডাউনের মধ্যেই স্বাস্থ্যকর্মীদের জেলা হাসপাতাল থেকে অন্য জায়গায় কোনওরকম প্রোটেকশন ছাড়াই লালার নমুনা নিতে পাঠানোর প্রতিবাদ করে তাঁর নেতৃত্বে একটা আন্দোলনও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১০ দিন আগে করোনায় আক্রান্ত হন তিনি। ছেলের জন্মদিনে বর্ধমানে যাওয়ার আগে তিনি নিজেই জেলা হাসপাতালের ট্রুনেট মেশিনে লালার নমুনা পরীক্ষা করান। সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরই দূর্গাপুরের কোভিড ১৯ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ৩ জুলাই তাঁকে দূর্গাপুর থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা। কিন্তু হাই সুগার থাকায় করোনা চিকিৎসায় তিনি সাড়া দিচ্ছিলেন না। সোমবার সকালে তাঁকে ভেন্টিলেশান সাপোর্ট দেওয়া হয়। রাত ১২টার পর তাঁর মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর হলে, চিকিৎসকরা তাঁর বাঁচার আশা ছেড়ে দেন। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ তিনি মারা যান।

যুবককে জঙ্গি আখ্যা, প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদকে জরিমানা করিমগঞ্জের সিজেএম আদালতের

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ ছাড়া এক যুবককে জঙ্গি আখ্যা দেওয়ার দায়ে শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় (সিজেএম) আদালত। জরিমানার অর্থ আগামী ৩ আগস্টের মধ্যে জমা দিতে হবে।

করিমগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদ হুসেন গত ৩ জুলাই এই মামলার রায়দান করেছিলেন। মামলার জাজমেন্ট কপি আজ মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে। জরিমানার ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং বাকি ৫ হাজার টাকা রাজ্য কোষাগারে জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে জাজমেন্ট শিটে।

উল্লেখ্য, গত পাঁচ বছর থেকে সিআর ৩৬৭/২০১৫ নম্বরের মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। মামলাটি করেছিলেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের রেজাউল করিম নামের এক যুবক। রেজাউল বর্তমানে বিজেপির প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার করিমগঞ্জ জেলার প্রতিনিধি। ৫ বছর আগে রেজাউলকে জঙ্গি আখ্যা দিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদ। পরবর্তীতে প্রকাশিত সংবাদপত্রকে সাক্ষী করে আদালতে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেন রেজাউল। দীর্ঘদিন মামলা চলতে থাকে আদালতে। রেজাউল জঙ্গি হওয়ার উপযুক্ত কোনও তথ্য প্রামাণ আদালতে দিতে পারেননি সিদ্দেক আহমদ। বিস্তর পর্যালোচনার পর ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত হন সিদ্দেক আহমদ।

করোনায় আক্রান্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলসোনারো

রিও ডি জেনিরো, ৭ জুলাই (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জৈর বলসোনারো। মঙ্গলবার নিজের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার খবর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলসোনারো নিজেই।

এতদিন করোনাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিলেন না ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জৈর বলসোনারো। মঙ্গলবার একটি টেলিভিশন সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে শারীরিক ভাবে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না বলে জানান ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন যে হেঁটে চলে ঘুরতে চান কিন্তু ডাক্তাররা মানা করায় বিরত থাকছেন।জানা গেছে, এই করোনা কালে আদৌ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানেননি তিনি। অনেক সময়ে মাস্ক ছাড়াই ঘুরেছেন, সমর্থকদের সঙ্গে মিশেছেন। করোনা সংক্রমণের তালিকায় বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে ব্রাজিল। ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত ১৫ লাখ লোক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত ৬৫ হাজার। যা আমেরিকার পরে বিশ্বে দ্বিতীয়। তবে আমেরিকার থেকে টেস্টিং অনেক কম হাওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা আসলে অনেক বেশি বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

মাস্ক না পরলে দিতে হবে ৫০০ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.): করোনা প্রতিরোধে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে সংক্রমণ।এই নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে।বিষয়টি নিয়ে এবার কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। বাড়তে চলেছে মাস্ক না পরার জরিমানা।এ বিষয়ে শিগগিরই জারি করা হবে নির্দেশিকা।

অনাবশ্যক কাজের জন্য বাড়ির বাইরে বেরোনো রোখা এবং মাস্ক পরাকে কঠোরভাবে বলবৎ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সার্বজনীক এলাকায় কেউ যদি মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে বেরোয়, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে প্রশাসনকে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রককে বিষয়ে দিক নির্দেশ জারি করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর এই রাজ্যের যুগ্ম স্বাস্থ্য সচিব জানিয়েছেন প্রথমবারই মাস্ক না পরে বাইরে বেরোলে দিতে হবে ৫০০ টাকা করে জরিমানা। প্রতিবার আইন ভাঙলে এই জরিমানা দিতে হবে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে এই নির্দেশিকা জারি করা হবে।আগে মাস্ক না পরলে দিতে হত ১০০ টাকা জরিমানা। এখন সেটা বেড়ে হবে ৫০০ টাকা।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

গানের পাশাপাশি পড়ালেখাতে মনোযোগী ছিলেন এন্ড্রু কিশোর

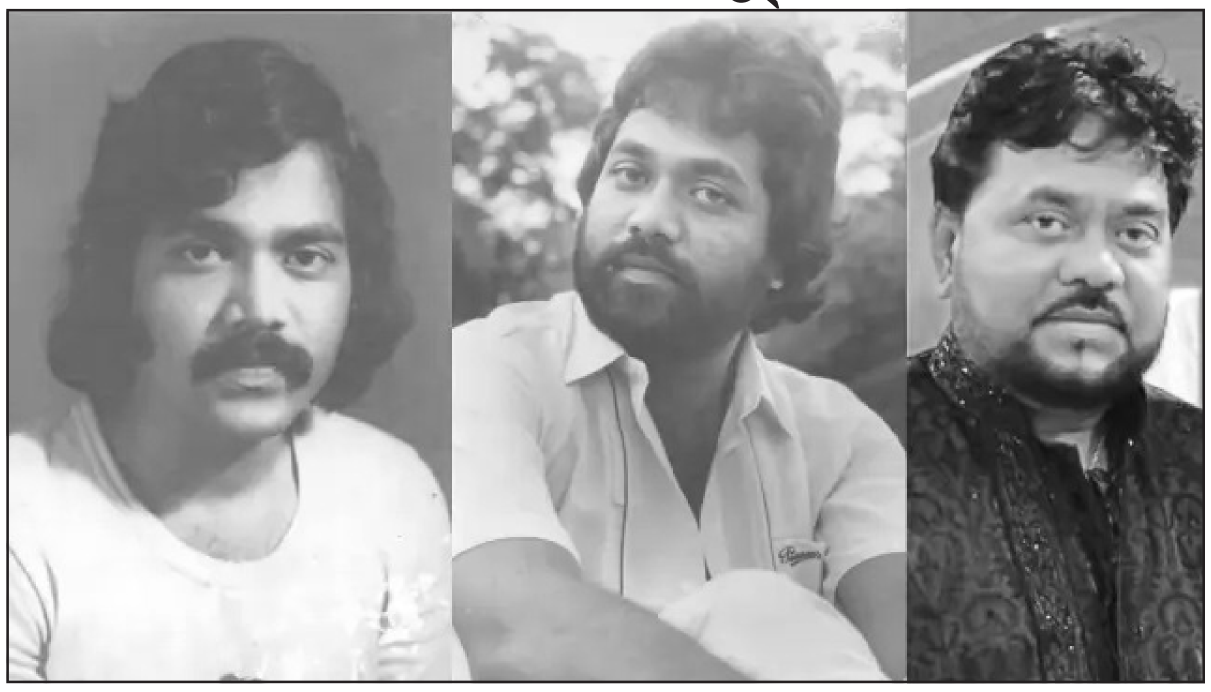

শুধু গান নিয়েই একটা জীবন কাটিয়ে দিলেন এন্ড্রু কিশোর। গানই ছিল তাঁর জীবন, গানই প্রাণ। গান তাঁর প্রাণে মিশে গেছে শৈশব থেকে। তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। মূলত গান শিখতেন বড় বোন ডা. মার্সেলা শিখা বিশ্বাস। ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চুর কাছেই শিখতেন তিনি। বড় বোন যখন হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন, এন্ড্রু কিশোর চুপ করে বসে থাকতেন পাশে। তবলা বাজাতেন বড় ভাই। দুই বড় ভাইবোন হারমোনিয়াম---তবলা নিয়ে অনুশীলন করতেন। দিনের পর দিন এভাবে চলছিল। কিন্তু একসময় বড় দুজনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো বরিশালে বোর্ডিং স্কুলে। এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এন্ড্রু কিশোর বলেছিলেন, 'আমরা ছিলাম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। একসঙ্গে তিন ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো খুব সমস্যা। এ কারণে দুই ভাইবোনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বোর্ডিং স্কুলে।' দুই ভাইবোন বরিশালে যাওয়ার পর ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চু বাবাকে বললেন, তাহলে ছোট্ট এন্ড্রুকেই দিয়ে দেওয়া হোক গান শেখার জন্য।

বাবা সংগীতের মোটামুটি সমঝদার ছিলেন। তিনি হাসিমুখে রোজ সাইকেলে করে ছেলেকে সুরবাণী সংগীত বিদ্যালয়ে ওস্তাদজির কাছে গান শেখাতে নিয়ে যাওয়ার কাজটা খুব আগ্রহ নিয়েই করতে লাগলেন। '৬৪ সালে এভাবেই সংগীতের হাতেখড়ি হয়েছিল এন্ড্রুর। এরপর মন দিয়ে শুধু দুটি জিনিসই করে যেতে হয়েছে তাঁকেলেখাপড়া আর সংগীত।গান আর লেখাপড়া সমানতালে চলছিল। কোনোটায় ছাড় দেননি এন্ড্রু। লেখাপড়া বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, সত্যিকারের মানুষ হওয়ার শিক্ষাটাও নিয়েছিলেন পারিবারিকভাবে। এভাবে অনার্স ফাইনালে। অনার্সের শেষ বর্ষে মৌখিক পরীক্ষা নিতে ঢাকার এক অধ্যাপক গেছেন। এন্ড্রুকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে রাজশাহী সিটি কলেজের অধ্যক্ষ খুব গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন, 'এ হচ্ছে আমাদের ছাত্র। সিনেমায় গান গায়।' শুনে অধ্যাপক বললেন, 'বাহ, তাহলে ও মাস্টার্সটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই করুক। তাহলে ওর গানের জন্যও সুবিধা হবে।'শিক্ষক প্রস্তাব দিলেন, ভালো সুযোগ বলা যায়। তবে কাজে লাগানো গেল না মায়ের জন্য। মা সব সময় বলতেন, 'মাস্টার্স শেষ করার আগে আমি তোকে ছাড়ছি না।' ফলে মাস্টার্সের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যবস্থাপনাতে ভর্তি হয়ে যেতে হলো এন্ড্রুকে। এ প্রসঙ্গে জীবনকালে স্মৃতিচারণায় এন্ড্রু বলেছিলেন, 'মা আমাকে খুব ভালো একটা শিক্ষা দিয়েছেন জীবনে, তিনি শিখিয়েছিলেন, লেখাপড়াটা জীবনে খুব দরকারি জিনিস। শুধু একাডেমিক শিক্ষা নয়, মনুষ্যত্বের শিক্ষাও। শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতেও শিক্ষাটা আমার খুব কাজে এসেছে।'

সোনাক্ষী বললেন, আমি বিশ্রী আমি হাতি, আমি বেঢপ!

ক্যারিয়ারের একেবারে শুরু থেকেই নিজের শরীর নিয়ে কত যে কটু কথা শুনতে হয়েছে সোনাক্ষী সিনহার, তার ইয়ত্তা নেই। শুরুতে সব সমালোচনা ইতিবাচকভাবেই নিয়েছেন এই দাবাংকন্যা। তবে একসময়ে ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। সমালোচনাকারীদের একহাত নিতেও সময় লাগেনি ৩৩ বছর বয়সী এই বলিউড তারকার।

৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই 'লুটেরা' তারকার বর্তমান ওজন ৭০ কেজি। কিন্তু বলিউডে পা রাখার আগে সোনাক্ষীর ওজন ছিল ৯৮ কেজি। ৩০ কেজি ওজন ঝরিয়ে তবেই সালমান খানের নায়িকা হয়েছিলেন সোনাক্ষী। আর তারকা হওয়ার জন্য কমবেশি মূল্য তো দিতেই হয়। হুড়মুড় করে চারদিকে সমালোচনার রোল উঠল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন নেপোটিজমের তোড়ে টুইটার থেকে বিদায় নেওয়া এই তারকা। বললেন, 'আমি সব সময়ই মোটা বাচ্চা ছিলাম। অতিরিক্ত ওজন নিয়ে জন্মেছিলাম। তাই অতীতের কোনো ছবিতেই আমাকে ফিট দেখাবে না। যখন স্কুলে পড়ি, তখন আমার ওজন ছিল ৯৫ কেজি। আমি বড় হয়েছি "বুলিং", "বডি শেমিং"—এর শিকার হয়ে। খুব কম বন্ধুই আমাকে আমার নিজের নামে ডেকেছে। সব সময় মোটি, মোটু, হাতি, ফ্যাটারএগুলোই ছিল আমার নাম। কিন্তু আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি, আমি কেবল আমার ওজন আর আকৃতি নই।

আমি এর বাইরে অনেক কিছু!'

সোনাক্ষী আরও বলেন, 'যখন মোটা ছিলাম, তখন লোকে যা ইচ্ছা তাই বলেছে। এরপর ৩০ কেজি ওজন ঝরালাম। ফিট হলাম। বলিউডে এলাম। সিনেমা হিটও করল। তখনো বেশির ভাগ লোক আমার মেধা, অভিনয় নিয়ে কথা বলেনি। কথা বলেছে কেবল ওজন নিয়ে। আমি বিশ্রী, আমি হাতি, আমি বেঢপ! আমি আমার ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের কথা বলার চেষ্টা করেছি। তবু কারও আমার চেষ্টা, মেধা চোখে পড়েনি। আর কত!'

ভক্তের জন্য গার্নারের ভালোবাসা

কোয়ারেন্টিনে থাকার সময়ে বেশ কিছু ছবি তুলেছিলেন হলিউড তারকা জেনিফার গার্নার। সেখান থেকে নয়টি ছবি কোলাজ করে ভক্তদের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে ভাগ করে নিতেও ভোলেননি তিনি। এ ছবির নিচে এক ভক্তের মন্তব্য ও জেনিফার গার্নারের উত্তর থেকে এ প্রতিবেদনের সূত্রপাত।

ওই ভক্ত লিখেছেন, 'আহা, আমারও যদি আপনার মতো সুখ আর নিরাপত্তা থাকত! আপনাকে দেখে আমার মনে হয়, আপনি একজন ভালো আর দয়ালু মানুষ। জানেন, বছরের পর বছর মানসিক নির্যাতনের পর অবশেষে আমার স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলতে পেরেছি। একসময় আমার মনে হচ্ছিল, বাকি জীবনে আমি আর কখনোই সুখী হতে পারব না। একটা নিরাপদ জীবনের সঙ্গে এ জীবনে আমার আর কোনো দিনই দেখা হবে না। আপনাকে দেখে আমার ভেতরে সুন্দর একটা অনুভূতি হয়। জানি না কী হবে! আমার স্বামী অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ আর ক্ষমতাবান।'জেনিফার এ মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে পারেননি। তিনি ওই ভক্তকে লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে, তোমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। তোমার কথা জেনে আমি খুবই দুঃখিত। তবে আমি বিশ্বাস করি, তোমার ভেতরে একজন শক্তিশালী নারী আছেন। আশা করি, শিগগিরই তুমি নিজেকে শান্ত করতে পারবে। প্রার্থনা, মেডিটেশন, ইয়োগা ও ব্যায়াম করো। শিল্পচর্চাও এ সময় নিজেকে শান্ত করতে ভালো কাজে দেয়। তুমি তোমার যুদ্ধ চালিয়ে যাও। তোমার মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি ফিরবেই। সেদিনটা না আসা পর্যন্ত আমার ভালোবাসা তোমার সঙ্গে রইল।'জেনিফারের প্রথম স্বামী স্কট ফলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় বিয়ের চার বছর পর, ২০০৪ সালে। পরের বছরই বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন গার্নার। ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই দশম বিবাহবার্ষিকীতে তাঁদের তিন সন্তান ভায়োলেট, সেরাফিনা ও স্যামুয়েলের বয়স ছিল যথাক্রমে নয়, ছয় ও তিন বছর। ঠিক তার পরদিন, ২০১৫ সালের ৩০ জুলাই জেনিফার বেনের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন গার্নার। ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ জুটির বিচ্ছেদ হয়।

অপেক্ষায় পরির মা—বাবা

প্রথমবার মা হতে যাচ্ছেন মার্কিন গায়িকা কেটি পেরি। সন্তানের বাবা ব্রিটিশ তারকা অরল্যান্ডো ব্লুমের যেন তর সইছে না। যদিও বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর এটাই প্রথম নয়। সাবেক স্ত্রী মডেল মিরান্ডা কেরের সংসারে একটি ছেলের বাবা হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মেয়ে শিশুর বাবা হবেন এবারই প্রথম। এ গ্রীষ্মেই পৃথিবীতে আসছে কেটি-অরল্যান্ডোর কন্যা। মেয়েকে কোলে নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছেন 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান' তারকা।

মেয়ের বাপ হতে যাচ্ছেন। আপনার অনুভূতি কী? গুড মর্নিং আমেরিকার এক সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নের উত্তরে অরল্যান্ডো বলেন, 'আমার যে কেমন লাগছে, সেটা শব্দে, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি একটা ছোট্ট পরির বাবা হব। সময়টা কেমন যেন জাদুর মতো, বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝামাঝি। আমি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি, যখন ঘুম ঘুম চোখে মেয়েকে ফিডার খাওয়াব, কোলে নিয়ে কান্না থামাব। সেই রাতে পৃথিবী ঘুমাবে, আমি আর মেয়ে জেগে থাকব।'

কেটি-অরল্যান্ডো দম্পতি ঠিক করেছেন মেয়ের নাম রাখবেন না। বেশ কয়েকটি নাম বেছে রাখবেন, একটু বড় হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সেখান থেকে নিজের নাম বেছে নেবে মেয়ে নিজেই। গত মার্চে 'নেভার ওর্ন হোয়াইট' গানের ভিডিওর মাধ্যমে মা হওয়ার সুখবর দেন কেটি। তিনি বলেন, 'আমি তো গানে গানেই ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের কথাও তাই গান করে জানালাম। এটাই আমার আর অরল্যান্ডোর সবচেয়ে বেশি দিন লুকিয়ে রাখা গোপন কথা।'২০১৬ সালে আংটিবদল করেন কেটি পেরি ও অরল্যান্ডো ব্লুম। ধুমধাম করে বিয়ের ফুরসত আর মেলেনি। অবস্থা বলে দিচ্ছে, মেয়ের মুখে ভাতের দিন হয়তো বিয়েটাও করে ফেলবেন তাঁরা।

মারা গেছেন অস্কারজয়ী সংগীতশিল্পী মরিকোন

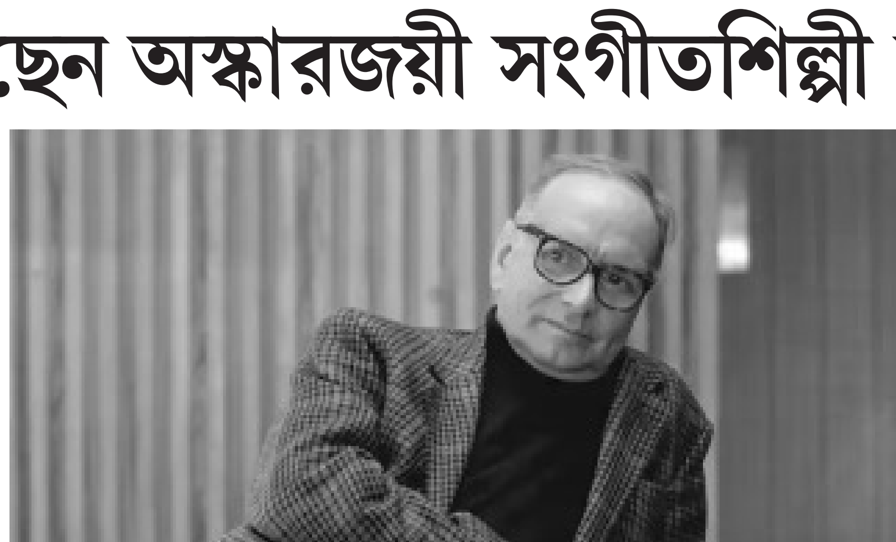

৯১ বছর বয়সে মারা গেলেন অস্কারজয়ী ইতালীয় সুরকার ও সংগীত পরিচালক এনিও মরিকোন। আজ মরিকোনের দীর্ঘদিনের আইনজীবী জিওরজিও তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। কিছুদিন আগে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলায় তিনি রোমের এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানেই আজ ভোরে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন গুণী এই সুরকার।চার শতাধিক ছবির সংগীত আয়োজন করেছেন তিনি। তবে ১৯৬৬ সালে 'দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি' ছবির জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী দারুণ সমাদৃত হন। পরবর্তীকালে অনেক জায়গায় এই ছবির সংগীত আর সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেসব সিনেমার গান বিশ্বসংগীতকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, তার ভেতর 'দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি' অন্যতম।এনিও মরিকোন ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সার্জিও লিওনের সঙ্গে বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছেন। এই দুজন মিলে বিশ্ব চলচ্চিত্রে যোগ করেছেন বেশ কিছু আইকনিক ও ক্ল্যাসিক সিনেমা। সেগুলোর ভেতর 'ডলারস' ট্রিলোজি ছাড়াও 'ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ওয়েস্ট', 'ডাক', 'ইউ সাকার', 'ওয়ানস আপন আ টাইম ইন আমেরিকা' ইত্যাদি অন্যতম। ১৯২৮ সালের ১০ নভেম্বর ইতালির রোমে জন্ম নেওয়া এই সংগীত পরিচালক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ফুটবল খেলা দিয়ে। কিন্তু খেলার মাঠেও শুনতে পেতেন সংগীতের ডাক। তাই এএস রোমার মতো বিখ্যাত ক্লাব ছেড়ে মন দিলেন সংগীতে। তিনি 'দ্য ব্যাটল অব আলজিয়ার্স', '১৯০০', 'এক্সরসিস্ট টু', 'ডেজ অব হ্যাভেন', 'লা কেইজ অক্সফলেস' কমেডি সিরিজ, 'মিশন টু মার্চ', 'ইন দ্য লাইন অব ফায়ার'সহ অসংখ্য ছবির সংগীত আয়োজন করেছেন।

২০০৭ সালে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনায় অবদানের জন্য অস্কার আসরে 'আজীবন সম্মাননা' পান তিনি। ২০০৮ সালে তাঁকে গ্র্যামির মঞ্চে 'হল অব অনার' দেওয়া হয়। আর ২০১৬ সালে ৮৭ বছর বয়সী কুয়েন্টিন ট্যারান্টিনো পরিচালিত 'দ্য হেটফুল এইট' ছবির জন্য সেরা 'অরিজিনাল স্কোর'-এর অস্কার হাতে তোলেন ইতালীয় এই সুরকার।

বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সরব হলেন নীরব লরেন্স

ইন্টারনেটের দুনিয়াকে দুই চোখে দেখতে পারেন না ২৯ বছর বয়সী অস্কারজয়ী হলিউড তারকা জেনিফার লরেন্স। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটারকোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দীর্ঘদিন তাঁর কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমার কাছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যতটা না ইতিবাচক, তার চেয়ে ঢের বেশি নেতিবাচক। আর আমার জীবনে আমি অযথা সময় নষ্ট করে এই সব নেতিবাচকতাকে স্থান দিতে পারি না।"

বছরখানেক আগে টুইটারে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন লরেন্স। কিন্তু সেই ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট থেকে কখনো তেমন কিছুই বলেননি এই এক্স-মেন, হাঙ্গার গেমস তারকা। জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর যখন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, এই বেলা মুখ খুললেন এই অভিনেত্রী। টুইটারে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে একটা ভিডিও পোস্ট করেছেন। জর্জ ফ্লয়েডের আগে মার্চে লুইসভিল মেট্রো পুলিশ ব্রিয়ন্না টেইলর নামে আরেক কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে "ভুল করে" হত্যা করে। কিন্তু সেই বিচারকাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে। তাই আইনি মারপ্যাঁচের অবসান ঘটিয়ে ব্রিয়ান্না হত্যার দ্রুত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন জেনিফার লরেন্স।

লরেন্স লেখেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারজন কৃষ্ণাঙ্গের একজনকে জীবনে কখনো না কখনো বিনা কারণে কারাভোগ করতে হয়।

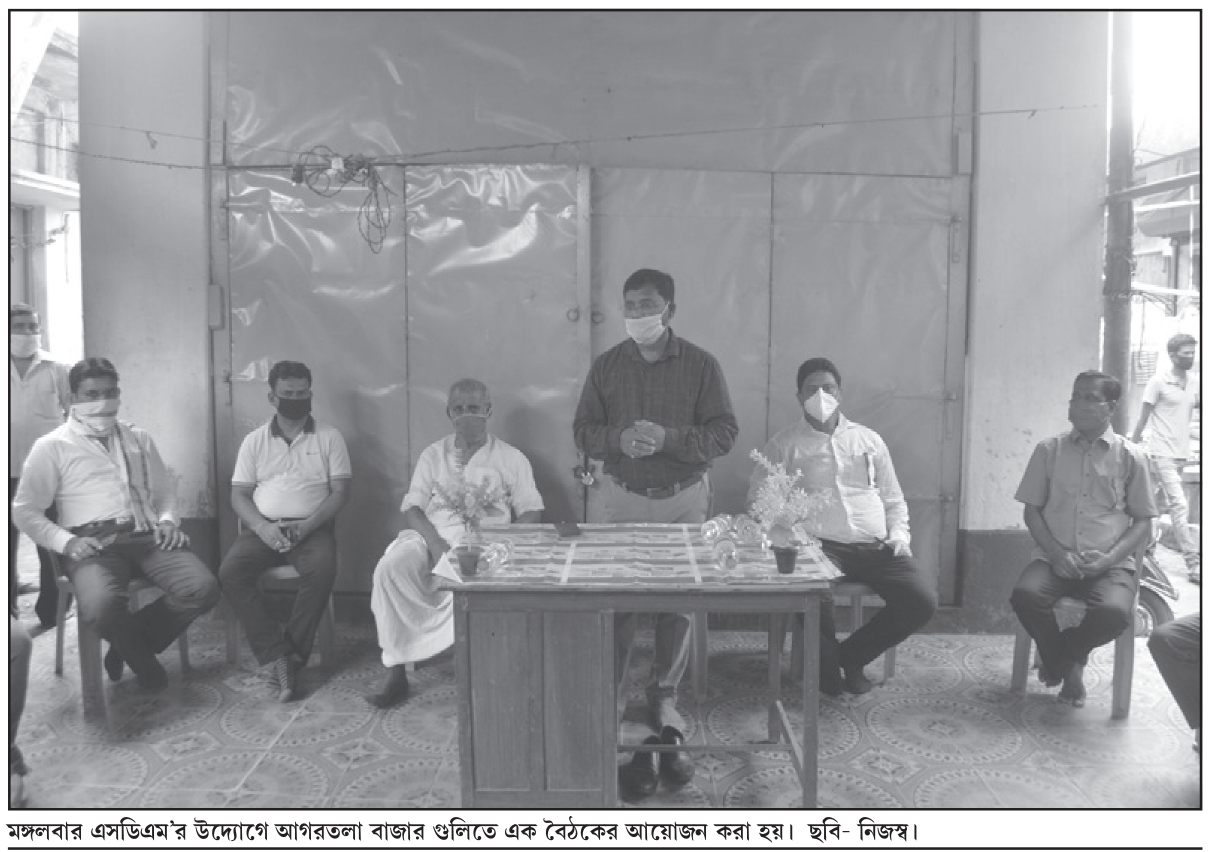

মঙ্গলবার এসডিএম'র উদ্যোগে আগরতলা বাজার গুলিতে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

চলে গেলেন বরাক উপত্যকার সংবাদ জগতের কিংবদন্তি নীলোৎপল চৌধুরী

শিলচর (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : বরাক উপত্যকার সংবাদ জগতের অন্যতম কিংবদন্তি নীলোৎপল চৌধুরী আর নেই। মঙ্গলবার দুপুর ১ টা ৫ মিনিটে শিলচরের মেডিল্যান্ড নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নীলোৎপল চৌধুরী ওরফে সকলের নিলুদা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী কল্যাণী চৌধুরী, পুত্র নীলাক্ষ চৌধুরী পুত্রবধূ সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের মে মাসে তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়েছিল। সে থেকে এই ব্যাধিতে ভুগছিলেন নীলোৎপল চৌধুরী। এছাড়া লিভার এবং প্রেসার জনিত সমস্যাও ছিল। জানা গেছে, ক্যানসার ধরা পড়ার পর মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউটে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর পর বাড়িতে ছিলেন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় সম্প্রতি তাঁকে ইটখোলার মেডিল্যান্ড নার্সিংহোমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শিলচর শহরে মালুগ্রামের বনেদি পরিবারের সন্তান নীলোৎপল চৌধুরী বেশ কিছুদিন ধরে ফুসফুসের ক্যানসার সহ নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। কিন্তু প্রচুর প্রাণশক্তির দরুন কিছুদিন আগেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন তিনি।

প্রায় দুই দশক ধরে যুগশঙ্খ পত্রিকা গোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। পাশাপাশি মণিপুর ক্রনিকলস, মিজোরাম পোস্ট সহ কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিলেন সংবাদজগতের সঙ্গে। অতি সম্প্রতি যুগশঙ্খ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে শিলচরের বাংলা দৈনিক গতি পত্রিকায় পরামর্শদাতা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের কাছ থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাবার 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' গ্রহণ করেছিলেন নিলোৎপল চৌধুরী। তখন বাংলাদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ড় দিপুমণি সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

নীলোৎপল চৌধুরীর মৃত্যুতে সব মহল শোকস্তব্ধ। দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার কর্ণধার তৈমুর রাজা চৌধুরী, সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, শিলচরের বিধায়ক দিলীপ পাল থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই শোক ব্যক্ত করেছেন। হাসপাতাল থেকে তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে আনার পর শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনের পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এর আগে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিলচর প্রেস ক্লাবে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসলেন ধোনি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.) : আজ ৭ জুলাই, ৩৯ বছরে পা দিলেন দেশের অন্যতম সেরা অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। ধোনিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান সতীর্থ থেকে প্রাক্তন তারকারা প্রায় সকলেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ধোনিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি, টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রবি শাস্ত্রী, জাতীয় দলের সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, সুরেশ রায়নারা। বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, ভিভিএস লক্ষ্মণ, মহম্মদ কাইফরাও অভিনন্দন জানিয়ছেন মাহিকে। শুভেচ্ছা জানিয়েছে আইসিসি, বিসিসিআই, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্সও।

ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রী টুইট করেন, 'হ্যাপি বার্থডে ইয়ংস্টার। একজন বিধ্বংসী কিংবদন্তি।'

বিরাট কোহলি টুইটারে লেখেন, 'হ্যাপি বার্থডে মাহি ভাই। তোমার সুস্বাস্থ্য ও সর্বদা তোমার খুশি কামনা করি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

হার্দিক একটি বিজ্ঞাপনে ধোনি ও তাঁর চরিত্রকে সামনে এনে মাহিকে শুভেচ্ছা জানান। পান্ডিয়া লেখেন, 'আমার বিট্টুকে তোমার চিট্টুর তরফে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমার এমন একজন বন্ধু, যে খারাপ সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে তুলনায় ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।'

অশ্বিন লেখেন, 'নিজের পল্টনের অনুপ্রেরণা ও শত্রু শিবিরের সংহারক। এমএস ধোনিকে বর্ণনা করার জন্য এর থেকে ভালো শব্দবন্ধ খুঁজে পেলাম না। হ্যাপি বার্থডে মাহি ভাই। দারুণ কাটুক দিনটা এবং এভাবেই আমাদের অনুপ্রাণিত করে যাও।'

সুরানা মোটরস-এর নয়া উদ্যোগ গড়ে উঠতে চলেছে কাটিগড়ায়

কাটিগড়া (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় সুরানা মোটরস-এর নতুন উদ্যোগ গড়ে উঠতে চলেছে। হিলাড়া পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া ৫ বিঘা ১০ কাটা জমির উপর গড়ে উঠছে এই উদ্যোগ। ফলে কাটিগড়ার উদ্যোগী যুবকদের কাজের সুযোগ মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সুরানা কর্তৃপক্ষ।

সুরানা মোটরসএর সিনিয়র ম্যানেজার রাজকুমার রাজেশ সিং সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এখানে দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। লকডাউনের জন্য কিছুটা বিলম্ব ঘটলেও টাটা মোটরস-এর ছোট ও বড় যানবাহনে রিপিয়ারিং অ্যান্ড মেন্টেনেন্স ইউনিট গড়ে তোলা হবে। ইউনিট গড়ে তোলার নির্দিষ্ট জমি সংক্রান্ত জটিলতার মৃদু আঁচ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে রাজকুমার রাজেশ জানান, কাটিগড়ার জনৈক ববিতা পালের কাছ থেকে ২০১১ সালে জমি ক্রয় করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সন্দীপ কুমার পালের সহধর্মিনী হলেন ববিতা পাল। আর এই জমির উপরই গড়ে উঠছে টাটা মোটরস-এর রিপিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানটেনেন্স ইউনিট।মঙ্গলবার প্রাথমিকভাবে ইউনিটস্থলের সীমানার দেওয়াল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকৃতি বাধ না সাধলে চলতি মাসেই নতুন ইউনিটের শিল্যান্যাস করা হবে বলে জানান সিনিয়র ম্যানেজার।

সমস্ত সন্ত্রাসবাদীকেই আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হয় : বি এস রাজু

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি.স.): সন্ত্রাসবাদীদের কখনই নিকেশ করতে চায় না সুরক্ষা বাহিনী, সমস্ত সন্ত্রাসবাদীকেই আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হয়। জানিয়ে দিলেন ১৫ কোরের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং বি এস রাজু। মঙ্গলবার তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ক্রস-ফায়ারিংয়ে বিজবেহেরায় ছ"বছরের শিশু এবং সোপোরেতে ৬৫ বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি আরও জানান, কাশ্মীর উপত্যকায় প্রচুর সফল জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসবাদীরা বাঁচার জন্য জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। বিজবেহেরা এবং সোপোরেতে এমনটা করেছিল জঙ্গিরা।

তিনি জানান, সোপোরেতে মসজিদে গিয়ে লুকিয়েছিল জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনীকে নিশানা করেছিল জঙ্গিরা। তল্লাশি চালানোর সময় মসজিদ থেকে খালি গুলি উদ্ধার হয়। সবশেষে তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদীদের কখনই নিকেশ করতে চায় না সুরক্ষা বাহিনী, সমস্ত সন্ত্রাসবাদীকেই আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হয়।

গালওয়ানে বন্যার কারণে পিছু হটেছেন চিন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): গালওয়ানে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাতেই চিনা সেনাদের ছাউনি ভেসে গিয়েছিল।এর জেরেই মনোবল হারিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে চিনা সেনা।

পূর্ব লাদাখে ভারতের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার উদ্দেশ্যে গালওয়ান নদীর পাড়ে বিপুল পরিমাণ সেনা সমাগম করে চিন।পার ঘেঁষে তৈরি করা হয় ছাউনি।কিন্তু গরম পড়ে যাওয়ার ফলে হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করেছিল সেই কারণে নদীতে জলস্তর বাড়তে থাকে। দু"কূল ছাপিয়ে যায় নদীর জল।নদীর জলের স্রোতে ভেসে যায় চিনা সেনা ছাউনি।ফলে বাধ্য হয়ে পিছু হটে তারা।কারাকোরামের পূর্ব দিকে এই নদীর উৎপত্তি।পশ্চিম দিকে এসে শেয়ক নদীতে মিশেছে গালওয়ান নদী। ভারতের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার জন্য মে মাসে সেনা সমাগম করেছিল।কিন্তু এখন জলের স্রোতে সব ভেসে গিয়েছে। স্যাটেলাইট চিত্র থেকে সেটাই প্রমাণিত। কিন্তু এক সেনা কর্তা সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে যখনই বৃষ্টিপাত কম হবে এবং ধীরে ধীরে গরম কমতে শুরু করবে তখন সেখানে ফের সেনা সমাগম করতে পারে চিন।

১৯৬২ সালের ১৪ জুলাই চিনা সেনা প্রথমে পিছু হটেছিল পরে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল। কারণ একাধিকবার চিনা বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে দাবি করে আসা হচ্ছে যে গালওয়ান উপত্যকা নিয়ে ভারত যে দাবি করে আসছে তা ভিত্তিহীন এই উপত্যাকা প্রথম থেকেই চিনের অধীনে।

ভুলে গেলে চলবে না ১৫ জুন, সোমবার মাঝরাতে এই গালওয়ানে অতর্কিতে হামলা চালায় চিন। হাতাহাতিতে ভারতের ২০ জন জওয়ান শহিদ হন।

শুটিং করার দিশা নির্দেশ প্রকাশ করবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতির জন্য প্রায় তিন মাস ধরে বলিউড সিনেমা শুটিং বন্ধ। পরিস্থিতি সচল করতে তৎপর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সেই লক্ষ্যে আগামী দিনে করোনা বিধি মেনে শুটিং করার দিক নির্দেশ বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করা হবে বলে জরনিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

ফিকি ফ্রেম ২০২০ উদ্বোধন করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, করোনা বিধি মেনে শুটিং করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর জারি করা হবে। যাতে করে বকেয়া শুটিংয়ের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। টিভি সিরিয়াল, ছবি বানানো, অ্যানিমেশন, সহ প্রযোজনার জন্য ইন্সেন্টিভ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।এগুলো সেই সব টিভি সিরিয়াল, ওটিটি এবং ছবির জন্য প্রযোজ্য যার শুটিং থমকে গিয়েছিল করোনা সংকটের জেরে এবং জুনের শেষের দিকে যেগুলোর শুটিং আবার চালু হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২২২৫২। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৭১৯৬৬৫।

চিন সীমান্ত লাগোয়া বিমানঘাঁটিতে গতিবিধি বাড়ালো বায়ুসেনা

উত্তরকাশি, ৭ জুলাই (হি. স.): পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডের চিন লাগোয়া আন্তর্জাতিক সীমান্তে চিনইয়ালিসোড় বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় বায়ুসেনার পণ্যবাহী বিমানগুলিকে টেক অফ এবং ল্যান্ডিং এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।গালওয়ান উপত্যকায় ১৫ জুন, সোমবার রাতে হিংসাত্মক ঘটনার পর চিনইয়ালিসোড় থেকে চিন লাগোয়া সীমান্ত পর্যন্ত আকাশপথে ক্রমাগত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে বায়ুসেনা।

সূত্রে জানা গিয়েছে হিমালয় থাকা এই সকল বিমানঘাঁটিগুলিতে টেক অফ এবং ল্যান্ডিংয়ের ক্রমাগত প্রশিক্ষণ পণ্যবাহী বিমানের পাইলট নিচ্ছে।যাতে করে দ্রুততার সাথে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা সফলভাবে করা যায়। পণ্যবাহী হেলিকপ্টার দিয়েও বিগত কয়েকদিন আগে ভারত-চিন সীমান্তে নজরদারি চালিয়েছে বায়ুসেনা। বিগত দুই বছরে এই বিমানঘাঁটিতে নিজেদের সক্রিয়তা বাড়িয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

ছয়ের পাতায়

কাজিরঙায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

কাজিরঙা (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এসে অকালে মৃত্যু হয়েছে জনৈক কৃষকের। ঘটনাটি ঘটেছে কাজিরঙার গেলেকি এলাকার গোঁসানিবর গ্রামে। নিহত ব্যক্তিকে ছটুবাবু সাঁওতাল বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবারও চাষের ক্ষেতে কৃষিকাজ করতে গিয়েছিলেন ছটুবাবু। হঠাৎ তাঁর উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তাঁর ছিড়ে পড়ে। ফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতিতে এই ঘটনাটি ঘটেছে, অভিযোগ স্থানীয়দের।

গ্রামের মানুষ বলেছেন, গোটা এলাকায় বিদ্যুতের তার এবং খুঁটিগুলোর খুবই শোচনীয় অবস্থা। বিভাগের কর্মচারীরা কোনওদিনই সেগুলোর সংস্কারে এগিয়ে আসেননি। এই অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাঁশ, গাছের ডালপালায় বিদ্যুতের তার লেগে রইলেও কোনও হেলদোল নেই বিভাগীয় কর্মীদের। তারই পরিণতিতে আজ দরিদ্র কৃষক ছটুবাবুর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা নিহতের পরিবারকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সুইডেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.): সুইডেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী লিনা হেলেনগ্রেনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মঙ্গলবারের বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। দুই দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর মধ্যে করোনা মোকাবিলা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বৈঠক হয়েছে।

আলাপচারিতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন যে ভারতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প ৫৫০ মিলিয়ন মানুষ উপকৃত হয়েছে। নবজাতক ও প্রসূতি শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সক্ষম হয়েছে ভারত।২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষা নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬১ শতাংশ।মৃত্যুর হার ২.৭৮ শতাংশ। প্রতিদিন দেশজুড়ে আড়াই লক্ষ মানুষের করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। ১১০০ বেশি পরীক্ষা কেন্দ্রে করোনা নির্ধারণের পরীক্ষা হচ্ছে।এই মহামারী রোধে দুই দেশ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবে।শীঘ্রই দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী আবার বৈঠকে বসবে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রশ্ন কংগ্রেসের

ভোপাল, ৭ জুলাই (হি. স.): সংবিধান লংঘন করে মধ্যপ্রদেশ সরকার ৩৩ জন মন্ত্রীকে নিয়োগ করেছে বলে দাবি তুলেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। রাজ্যের কংগ্রেস নেতা চৌধুরী রাকেশ সিং জানিয়েছেন, বর্তমানে বিধানসভায় সব মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা যেখানে ২০৬ সেখানে ৩৩ জন মন্ত্রী নিয়োগ করা বেআইনি ছাড়া আর কিছু নয়। সংবিধান লংঘন করে এই কাজ করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

বরাকে কয়লা ও বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেট

এফআইআর বিজেপি নেতার, সিবিআই নেমেছে সরকারের সুপারিশে, তাঁর নয়, বলেছেন প্রদীপ

শিলচর (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : কয়লা ও বার্মিজ সুপারি সিন্ডিকেটে নাম জড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি-র কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাই এবং অসম প্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যকে অবিলম্বে তাঁদের পদ থেকে অপসারণের দাবি উঠিয়েছিলেন গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী তথা সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপবাবুর এই বিস্ফোরণমূলক বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমে আসার পর আজ মঙ্গলবার বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাই তাঁর বিরুদ্ধে এক এফআইআর দায়ের করেছেন ধোয়ারবন্দ পুলিশ স্টেশনে।

বরাক উপত্যকায় কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি জড়িত বলে অভিযোগ তোলায় এর প্রতিবাদে কৌশিক রাই আইনি আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে মামলা রুজু হওয়ার পর শিলচর সদর থানায় ডেকে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে প্রদীপ দত্তরায়কে জেরা করেছে পুলিশ। আজ এ কথা নিজেই জানিয়েছেন প্রদীপ।

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রদীপবাবু জানান, কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মেঘালয়ের লোকায়ুক্ত পিকে মুশাহারি কঠোর স্থিতি গ্রহণ করে সিবিআইকে তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কয়লা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত বলে দুই বিজেপি নেতার নাম আছে। তিনি সংবাদ মাধ্যমে যে অভিযোগ করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিযোগ নয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জানান, এতে তিনি মোটেই বিচলিত নন। ছাত্র জীবন থেকেই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। বর্তমানেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করবেন।

প্রদীপ দত্তরায় আরও বলেন, কৌশিক রাই-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর। কৌশিক রাই কে বা কাদের প্ররোচনায় বিপথে পরিচালিত হচ্ছেন তা জানা নেই। তবে বরাক উপত্যকাকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করে মেঘালয়ের কয়লা ও মিজোরাম থেকে বার্মিজ সুপারির বৃহৎ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। এর জেরেই সিবিআই তদন্তে নেমেছে। এ সব তথ্যই তিনি আজ থানায় গিয়ে পুলিশকে অবগত করেছেন।

এদিকে ২০১৮ সালে করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জের জনৈক আবু বক্কর আর্থিক লেনদেন সহ অন্যান্য অভিযোগ এনে থানায় মামলা করেন সুতারকান্দির কয়লা মাফিয়া আব্দুল আহাদের বিরুদ্ধে। মামলা নম্বর ৬৪৭ / ২০১৮, ধারা ৪২০ / ৪৭১ / ৪৬৮ / ৩২৩ / ৫০৬ আইপিসি। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আহাদকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বাড়িতে তালাশি চালিয়ে ডিসি ও সার্কল অফিসের ভুয়ো নথি, সিল ও ভুয়ো আইকার্ড বাজেয়াপ্ত করেছিল তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের দল। যা নিয়ে অসম বিধানসভাকে বিরোধীরা অনেক তোলপাড় করেন। শেষ পর্যন্ত অবৈধ কয়লা ব্যবসার তদন্ত করতে ২০১৮ সালের ২০ নভেম্বর সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয় সরকারের সুপারিশে।

করোনা ঠেকাতে যোরহাটেও এক সপ্তাহের লকডাউন, ঘোষণা জেলা প্রশাসনের

যোরহাট (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের মতো যোরহাটেও অতিমারি করোনা গণ সংক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবার জেলায় কোনও ধরনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নেই এমন তিনজনের শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। তাই যোরহাটের জেলাশাসক তথা ম্যাজিস্ট্রেট পুরসভা এলাকায় ৯ জুলাই থেকে সাতদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছেন।

এ বিষয়ে যোরহাটের জেলাশাসক রশ্মি অপরাঞ্জি করাতি জানিয়েছেন, ৯ জুলাই সন্ধে ৭.০০টা থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত এক সপ্তাহ সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫-এর ধারা ৩৪-এর অধীনে জেলার পুরসভা এলাকা সম্পূর্ণ লকডাউনের আওতায় থাকবে। লকডাউনের সময় সমস্ত দোকান-পাট, সরকারি বেসরকারি অফিস, যানবাহন চলাচল সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাছাই করা কয়েকটি পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি, সংবাদ মাধ্যমের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা খোলা থাকবে।

ভ্রমণ বৃত্তান্তহীন যে তিনজনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে ভব দাস, জিনামণি কলিতা এবং পারুল ঘোষ। যোরহাট শহরের পাচনি বরা চকের বাসিন্দা ভব দাস, পেশায় পাইকারি সবজি বিক্রেতা। বেশ কিছুদিন ধরে জ্বর অনুভব করায় তিনি নিজে থেকেই যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ সোয়াবের নমুনা দেন। তার পর এক সপ্তাহ ধরে নিজের বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। পকিমুরি হাবিগাঁওয়ের বাসিন্দা জিনামণি কলিতা এবং তৃতীয় জন গড়মুরের ইটাখুলির বাসিন্দা বছর ৬০-এর পারুল ঘোষ কীভাবে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন বলতে পারছেন না।

অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র ফেরত পংকজ দুওরা নামের এক যুবকের শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। টিয়কের ভগামুখের জেলেঙিটুপের বাসিন্দা পংকজ। গত ২৬ জুন সে যোরহাট স্ক্রিনিং কেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল।

উল্লেখ্য, যোরহাটে ভ্রমণ বৃত্তান্তহীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ২০ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা আক্রান্ত অঞ্চলগুলিকে কনটেনমেন্ট জোন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসন এই ভাইরাসটিকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে। করোনা আক্রান্তদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তাদের সকলের সোয়াব নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে যোরহাট জেলা প্রশাসন।

কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে কেন্দ্র, দাবি কৃষিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.) : কৃষকদের সঙ্গে কোনও ভাবেই প্রতারণা হতে দেবে না কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর। সেই লক্ষ্যে নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী। মঙ্গলবার নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, কৃষকরা যাতে নিজেদের ফসলের যোগ্য মূল্য পায় তার গ্যারান্টি আগে থেকেই নিশ্চিত করা হবে। বাড়িতে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গরিব কল্যাণ রোজগার যোজনা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ সরকার নিজেদের উদ্যোগে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে।উত্তরপ্রদেশের বদায়ুর দাতা গঞ্জে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ভবনের অনলাইনের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, যোগী আদিত্যনাথ এর জন্য উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিটি পরিকল্পনাকে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এখানে। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য নিরন্তন কাজ করে চলেছে প্রশাসন।

কালাইন হাসপাতালের ৫৭ জন কর্মচারীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সোয়াব সংগ্রহ, আতঙ্ক তাড়া করছে স্থানীয়দের

কালাইন (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : দ্বিতীয় পর্যায়ের সোয়াব সংগ্রহ করা হল কালাইন সিএইচসি হাসপাতাল কর্মচারীদের। গত ৩০ জুন প্রথম পর্যায়ে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ প্রত্যেক কর্মীর সোয়াব টেস্ট করা হয়েছিল। সেই সোয়াব টেস্টের ফলাফল এসেছিল ২ জুলাই। রিপোর্টে এক নার্সের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস পাওয়া গেলে সমগ্র এলাকায় তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

করোনা পজিটিভের নার্স শুক্লা মাহাতোকে ওইদিন রাতেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসাম টার্গেটেট সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রামের (এটিএসপি) আওতাধীন হাসপাতালের ল্যাবরেটরি শাখা গত ৩০ জুন স্থানীয় পুলিশ থানা, পেট্রোল পাম্প ও হাসপাতাল কর্মীদের সোয়াব সংগ্রহ করে। তার পর ২ জুলাই একজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় বাকি চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছিল। আজ ৭ জুলাই একইভাবে আসাম টার্গেটেট সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রামের (এটিএসপি) আওতাধীন দ্বিতীয় দফায় ৫৭ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডা. মৈত্রেয়ী সুর ভৌমিক। আগামী ২/৩ দিনের মধ্যেই রিপোর্ট এসে যাবে।

রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সকলের মধ্যে দুশ্চিন্তা তাড়া করছে। কারণ আক্রান্ত হওয়া নার্স শুক্লা মাহাতোর সংস্পর্শে গিয়েছিলেন অনেকেই। তাই সবাই রিপোর্টের অপেক্ষায়।

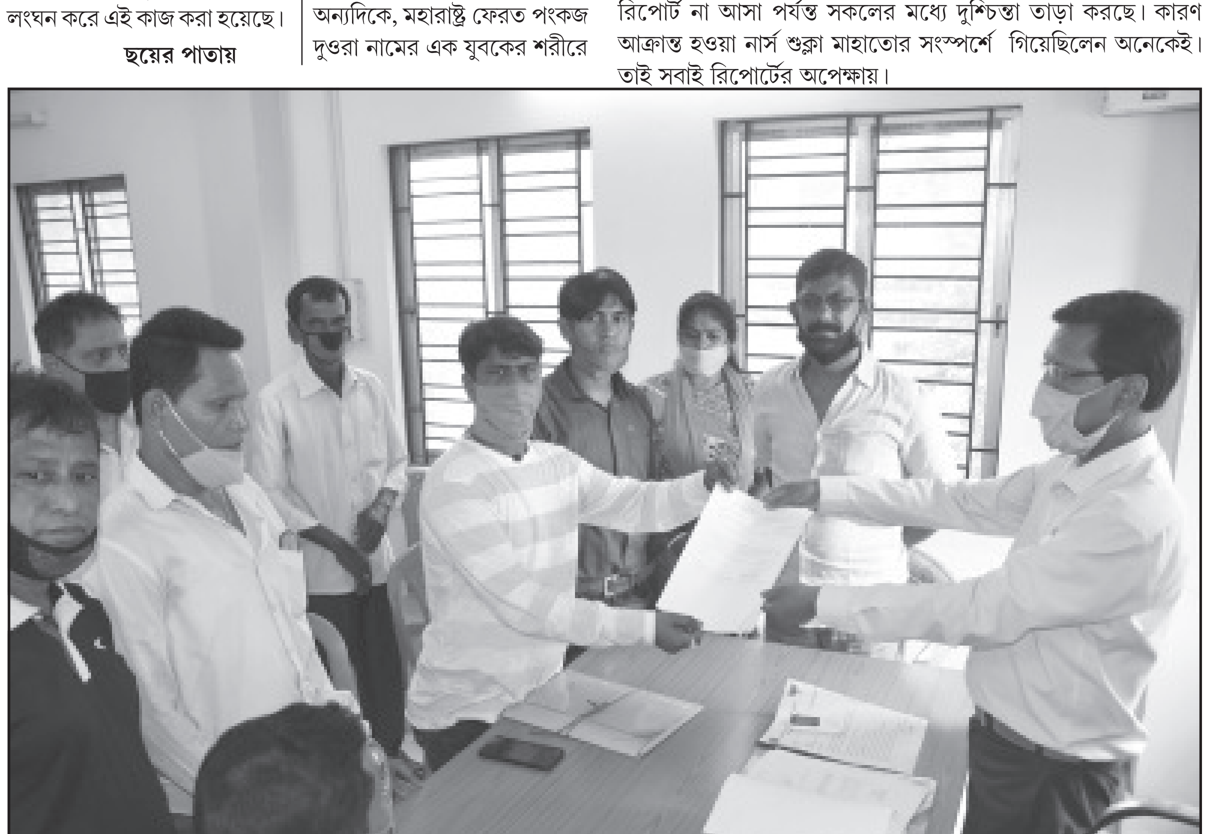

মঙ্গলবার ৮নং টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী, দাবি বিজেপির

হায়দারাবাদ, ৭ জুলাই (হি. স.): গালওয়ান উপত্যকা থেকে দুই কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়েছে চিন। মূলত ভারতের কূটনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই মূল নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সৈন্য সমাবেশ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে লালফৌজ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শিতার জন্যই তা যে সম্ভব হয়েছে মঙ্গলবার তা মনে করিয়ে দিয়েছেন তেলেঙ্গানার বিজেপি নেতা এন ভি সুভাষ।

মঙ্গলবার এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, মূল নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সরে যেতে সম্মত হয়েছে চিন। এর জন্য গোটা দেশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। দেশ এবং দেশবাসীকে গৌরবান্বিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর ফলে সীমান্তে আবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ স্থাপিত হবে বলে মনে করেন এই বিজেপি নেতা।

প্রধানমন্ত্রী লাদাখ সফরের জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সূচনা হয়েছিল তা মনে করিয়ে দিয়ে এন ভি সুভাষ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী লাদাখে গিয়ে যে ভাষণ দিয়েছে তা গোটা বিশ্ববাসী প্রশংসা করেছে। জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রেখে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক কোন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখার আগে কংগ্রেসের উচিত নিজেদের মনোভাব পরিবর্তন করা।গালওয়ান থেকে যখন চিনা সেনা সরে যাওয়ার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে গোটা দেশ।তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে এমন মন্তব্য কাম্য নয়।

পারস্পরিক বিবাদ! কাশ্মীরে এএসআই-কে খুন করে আত্মঘাতী এমএসবি জওয়ান

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি.স.): পারস্পরিক বিবাদের জেরে চরম পদক্ষেপ! দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায়, কুলগাম জেলা আদালত চত্বরে সিনিয়র অফিসার, এসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরকে গুলি করে হত্যা করল একজন এসএসবি জওয়ান, পরে ওই এসএসবি জওয়ান নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার রাতে কুলগাম জেলা আদালত চত্বরে সিনিয়র অফিসার, এসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন ওই এসএসবি জওয়ান। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই জওয়ান নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে এএসআই-কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু''জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

রাজ্যে আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ শুনতে নতুন ওয়েবসাইট খুলল রাজ্য বিজেপি

কলকাতা, ৭জুলাই (হি. স): রাজ্যে আমফান ও করোনার ত্রাণ নিয়ে রাজ্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাধিক বার সরব হয়েছে বিজেপি। এবার রাজ্যে আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ অনলাইনে শুনবেন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ জানানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে আমদেরদিলীপদা.ইন / সাইক্লোন-আমফান ওয়েবসাইটটি।

ইতিমধ্যেই ত্রাণ দেওয়ার বিষয়েও স্বজন পোষণের অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে। এমনকি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁদেরকে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দল। বহিষ্কারও করা হয়েছে কিছুজন কে। এদিকে রাজ্য বিজেপির তরফে এই ওয়েসাইটটি চালু করে জানানো হয়েছে, আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন যাঁরা সরকারি সাহায্য পাননি তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। এরপর সেই বঞ্চিতদের তালিকা কেন্দ্রে পাঠাবে বিজেপি।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'প্রতিদিনই আমাদের সামনে রাজ্য জুড়ে ত্রাণ সাহায্য বিতরণে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠে আসছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসম-পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলা সীমান্তে পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণের নেশাদ্রব্য উদ্ধার বিএসএফের

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৭ জুলাই (হি.স.) : অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পৃথক দুই স্থানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণের নেশার ট্যাবলেট, কফ সিরাপ এবং গাঁজা উদ্ধার করেছেন বিএসএফের জওয়ানরা।

আজ এখানে বিএসএফের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানান, সোমবার ভোররাত প্রায় ৩.৩০ মিনিট নাগাদ প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার সিতলকুচি থানা এলাকার মুসলিমপাড়া সীমান্তে অমৃত ক্যাম্পের ৪৭ নম্বর জওয়ানরা টহল দিচ্ছিলেন। টহলস্থান থেকে সামান্য দূরে দুর্বত্তের এক দল কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারা একটি বড় থলি কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে বাংলাদেশে ছুঁড়ে ফেলার প্রস্তুতি যখন নিচ্ছিল, তখন বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে যান। বিএসএফের দল দেখে দুর্বত্তের দলটি থলি ফেলে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ কেজি গাঁজা এবং নেশার কফসিরাপ ২০০ শিশি ফেন্সিডাইল উদ্ধার করেন বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলি সিতলকুচি থানায় জমা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ।

তিনি আরও জানান, একইভাবে দিয়ারায় ক্যাম্পের ৬ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ প্রচুর পরিমাণের নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালাবাড়িতে রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ কতিপয় দুষ্কৃতী কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে একটি থলি ওপারে ছুঁড়ে। ঘটনাটি কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের চোখে পড়ে। তাঁরা গিয়ে থলিটি কোনওরকমে উদ্ধার করেন। থলি থেকে বের হয় ৯২০টি ইয়াবা ট্যাবলেট। নেশার ট্যাবলেটগুলি মানকাচর থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে কোনও পাচারকারীকে আটক করা যায়নি।

পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ জঙ্গি, দু''জন সেনা জওয়ান-সহ আহত ৩ জন

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি.স): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। পুলওয়ামা জেলার গুসু এলাকায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। তবে, দুঃসংবাদ হল-জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহনীর দু''জন জওয়ান এবং একজন পুলিশ কর্মী। এদিনের এনকাউন্টারে সেনাবাহিনীর কোনও জওয়ানের মৃত্যু হয়নি, দুপুরেই জানিয়েছেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার।

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায়, দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার গুসু এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের গতিবিধি বেড়েছে। তাই মঙ্গলবার ভোর থেকেই ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী (৫৩ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন একটি বাড়ি থেকে লুকিয়ে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। দু''পক্ষের মধ্যে তীব্র গুলি বিনিময় শুরু হলে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দু''জন সেনা জওয়ান এবং একজন পুলিশ কর্মী। আহত অবস্থায় সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চুরি করে তো ফাঁকা করে দিয়েছে, রাজ্যে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি স) :''ত্রাণে ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাড়াহুড়োর কিছু ত্রুটি হয়েছে'' সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপরেই মঙ্গলবার বেলেঘাটা সুভাষ সরোবর প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে ''চুরি করে তো ফাঁকা করে দিয়েছে'' রাজ্যে র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যে বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি বলেন, ''এটা বলতে এত সময় লাগে! চুরি করে তো ফাঁকা করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে বের হন না। তাই বলতে পারেন না।আর তার চামচা বেলচা যে আছে তারা দিদির জয় বলে দিদিকে ডুবিয়ে যাচ্ছে।সব কিছু হাতের বাইরে চলে গেছে। পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোন কিছুতেই আর কোন কিছু করার নেই। দিদি ভালো দিদির অনুপ্রেরণাতেই সব হয়েছে। দিদিকে আর বাঁচানো যাবে না।দিদির বিসর্জন হবে''।

এরপরেই কনটেইনমেন্ট জোন প্রসঙ্গে রাজ্যকে এক হাত নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, '' ব্যাপক সংক্রমণ হচ্ছে। সরকার সব জানার পরেও যে রকম ব্যবস্থা হওয়া দরকার তা করেনি।লকডাউন তো হলই না। তাই এখন সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়োজন না হলে বেরোবেন না''।

নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত নীতিশ সরকার, কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ৭ জুলাই (হি.স.): বিহারে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। এই পরিস্থিতি নিয়ে এবার রাজ্যের শাসক দল জেডি (ইউ)-র বিরুদ্ধে সরব হলেন আরজেডি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। করোনাকে অগ্রাহ্য করে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত নীতিশ সরকার, এমন কটাক্ষ করে মঙ্গলবার তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, বিহারজুড়ে বিপুল হারে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাউ কিন্তু সরকার পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করাতে উদ্যোগী হচ্ছে না। করোনা মোকাবিলায় সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ব্যস্তউ নির্বাচনী প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত নীতিশ সরকার। রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় সতর্ক পদক্ষেপ অবলম্বন না করলে আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২১২৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৯৯৭। নিহত ৯৭।অন্যদিকে, চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে নির্বাচন হওয়ার কথা।

সাংবাদিকের উপর হামলা, নিন্দা জানাল আগরতলা প্রেসক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য হেডলাইনস ত্রিপুরার সাংবাদিক কুন্তল গোস্বামীর উপর হামলা চালিয়েছে দুস্কৃতিরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত দশটা নাগাদ কল্যাণী সংলগ্ন এলাকায়। এই ব্যাপরে থানায় এফআইআর করা হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। ঘটনার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী করেছে প্রেসক্লাব।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

পাঁচজন, ঊনকোটি জেলার পাঁচজন এবং ধলাই জেলার একজন। এদিকে, অপর এক ট্যুইটে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ২৯ জন করোনা আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ালো বায়ুসেনা

পাচের পাতার পর

মঙ্গলবারও সেই ধারা অব্যাহত থাকে সামরিক কৌশলগত দিক দিয়েই বিমান বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম।সীমান্ত থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই বিমানঘাঁটি।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

দিবস উদযাপনে পুলিশের বাধা দান ও অংশগ্রহণকারীদের ওপর সমাজদ্রোহী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ সব ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছে।

বামেদের দাবি, করোনা, লকডাউন, ১৪৪ ধারা জারি ইত্যাদির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। সরকারের এই অপপ্রয়াস আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলন দমনে ব্যর্থ হবে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগের স্বার্থে অবিলম্বে রাজ্য থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

এদিকে, মঙ্গলবার মোহনপুরের ধ্রুবতারা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর শাসকদলের লোকজনরা হামলা সংঘটিত করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনায় ১২ জন আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর। আন্দোলনকারীদের ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। বিষয়টি তিনি জেলা পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর নজরোনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের সামনেই এই হামলার ঘটনা সংগঠিত করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পবিত্র বাবু বলেন, হামলা সংঘটিত করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না, বরং আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করবে বলে উল্লেখ করেন পবিত্র বাবু। বামেদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হামলা সংঘটিত করে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার হরণের চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভয়-ভীতি হামলা হুজ্জোতি উপেক্ষা করে আন্দোলন আরও তীব্রতর আকার ধারণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর।

মন্ত্রিসভা

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ৪৩০ জন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে ৩০০ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে ৪, ৯১৩ জন রয়েছেন। আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ৭৫,৬২১ জনের। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৪,২০৭ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ১,৬৯৩ জনের। এই পজিটিভদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১,২৪৮ জন। আজ পর্যন্ত রাজ্যের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৭৩.৭২ শতাংশ। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮,৫৬২ জনের। আজকের দিনে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১,৪৭৪ জনের। নমুনা পরীক্ষা চলছে ৮৫০ জনের। আজ ২৯ জন রোগী সুস্থ হওয়ার পর ছাড়া পেয়েছেন। এরমধ্যে ১২ জন লালসিংমুড়া পি এইচ সি, ১১ জন আমবাসা পলিটেকনিক, ৩ জন এ জি এম সি এবং ৩ জন কুমারঘাট পি আর টি আই থেকে ছাড়া পান। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে ৫৬৩ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ১৯৪ জন ট্রাক ড্রাইভার ৭৯ জন রোগী এবং ২৯০ জন সাধারণ নাগরিক। এছাড়া ৩৬৪টি গাড়ি আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এরমধ্যে ৪৯টি ট্রাক এসেছে হটস্পট এলাকা থেকে। এছাড়া দামছড়া দিয়ে এসেছেন ১৫ জন এবং গাড়ি এসেছে ৮টি। তিনি জানান, গতকাল যে ১১২ জন পজিটিভ রোগী পাওয়া যায় তারমধ্যে গোমতীর ৪১ জন, খোয়াইয়ের ৪০ জন, পশ্চিম জেলার ১৪ জন, সিপাহীজলার ৯ জন, ধলাইয়ের ৩ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৩ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১ জন এবং ঊনকোটি জেলার ১ জন রোগী রয়েছেন।

শ্রীমন্তপুর

● প্রথম পাতার পর

হাই কমিশনের দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে। দুই দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, সোনামুড়ায় জেটি নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে। ফলে খুব শীঘ্রই নদীপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি করা সম্ভব হবে। তাতে শ্রীমন্তপুর আইসিপি-র কদর আরও বেড়ে যাবে। তাঁর দাবি, শ্রীমন্তপুর আইসিপি পুরোমাত্রায় চালু হলে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ভারত-বাংলা উভয় দেশ উপকৃত হবে।

এদিকে, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা শ্রীমন্তপুর আইসিপি-র উন্নতীকরণে গেট নির্মাণে বিজিবি-র বাধা দেওয়ার বিষয়ে অবগত বলে জানিয়েছেন।

লাদাখে

● প্রথম পাতার পর

প্রাক্তন সেনা কর্তার কথায় ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চিন গালওয়ানে হামলা চালিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল। এবার তেমনটা না হলেও পরিস্থিতি অনেকটাই এক। বিগত ৬০ বছরে দুই দেশের মধ্যে থাকা সম্পর্ক খুব একটা ভাল পর্যায়ে ছিল না। প্যাংগং ঝিল থেকে চিনকে সরানোটা মুশকিল। কারণ ওরা এখনো ফিঙ্গার পয়েন্ট ৪ দখল করে রেখেছে আসলে দুই দেশের সৈন্য অপসারণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে চলেছে। তাতে করে আগামী দিনে সতর্ক থাকতে হবে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে সদর, উদয়পুর এবং কমলপুর মহকুমার রেশনশপগুলিতে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম চা পাতার প্যাকেট সরবরাহ করছে। এই বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমার রেশনগুলিতে চা পাতার প্যাকেট যাতে সরবরাহ করা যায় এজন্য খাদ্য দপ্তর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করছে।

ত্রিপুরায়

● প্রথম পাতার পর

পারে বলে তাকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু ছেলের নাম পরিবর্তনে বাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সাফ জানিয়ে জন্মের পঞ্জিকরণপত্র শীঘ্র ব্যবস্থা করার আবেদন জানান তিনি। তাঁর আবেদন অনুসারেই কোভিড নাইনটিন দেববর্মা নামেই জন্মের পঞ্জিকরণপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

তাছাড়া, ফলের দোকান, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, দুধের গাড়ি ইত্যাদি বন্ধের আওতার বাইরে রাখা হবে। কিন্তু, যানবাহন, অফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকবে।

স্বাভাবিকভাবেই ওই বন্ধকে ঘিরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কঠোর নজর রাখবে রাজ্য প্রশাসন।

মাইক পম্পেও

আটের পাতার পর

করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে আমেরিকা।

প্রসঙ্গত, পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর চিনা পণ্য বয়কটের ডাক উঠেছে নানা মহল থেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় চিনা অ্যাপ আনইনস্টলের দাবিও তুলেছিলেন অনেকে। দেশবাসীর আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে টিকটক, ইউসি ব্রাউজার, বিগো লাইভ, হেলো, শেয়ার-ইটের মতো ৫৯টি চিনা অ্যাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। এবার চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে আমেরিকা।

প্রশ্ন কংগ্রেসের

পাচের পাতার পর

রাজ্যপাল এবং দেশের রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। এদিন তিনি জানিয়েছেন, সদ্য শপথ নেওয়া ৩৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৪ জন বিধায়ক নন। ফলে উপনির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই নতুন মন্ত্রিসভা গড়ে তোলা হয়েছে।এই ১৪ জন মন্ত্রীকেই পুনরায় নির্বাচন জিতে আসতে হবে।তাহলে নিজেদের মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে।কিন্তু উপনির্বাচনে যোগ্য জবাব দেবে জনগণ।

মেঘালয়ে

● প্রথম পাতার পর

ছাত্র যুব সমাজও বাঙালি নির্যাতন বন্ধ করতে পদক্ষেপ ও দোষীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে।

বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের কেন্দ্রীয় সচিব তপোময় বিশ্বাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শিলঙে ৬ জন বাঙালি যুবক আক্রান্ত হয়েছেন। স্থানীয় দুষ্কৃতী অরিন্দম দেব, শুভর্ষী দাস পুরকায়স্থ, সপ্তর্ষি দাস পুরকায়স্থ, পিনাক দেব, পৃথ্বীশ দেব এবং বিশাল ঘোষকে মেরে জখম করেছে। শুধু তা-ই নয়, স্থানীয় ছাত্র সংগঠন ফতোয়া জারি করে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, অবিলম্বে বাঙালি-রা মেঘালয় ছেড়ে চলে না গেলে রক্তগঙ্গা বইবে। তিনি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। বাঙালির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক, দাবি জানিয়েছেন।

আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি-র সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এদিন বলেন, মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর ক্রমাগত নির্যাতন বাড়ছে। তাঁর দাবি, মার্চের গোড়ায় মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের অদূরে ইছামতি ও বালাগড় বাজারে স্থানীয় মেঘালয়ের খাসি জনজাতি মানুষ বাঙালিদের দোকানপাট ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালিরা কর্তৃপক্ষের কাছে তার ক্ষতিপূরণ ও বিচার চাইলে মেঘালয় সরকার উল্টো বাঙালিদের বিভিন্ন অপরাধজনিত মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ৩ জুলাই শিলঙে কিছু বাঙালি যুবক বাস্কেটবল খেলতে শুরু করলে আগে থেকেই উপস্থিত ২০/২৫ জনের মতো জনজাতি অংশের যুবক লোহার রড সহ বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করে। তাতে ৬ জন বাঙালি যুবক মারাত্মকভাবে জখম হন এবং তারা এখনো চিকিৎসাধীন।

এদিন তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, মেঘালয়ে বাঙালিদের বেঁচে থাকার সাংবিধানিক অধিকার বার বার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গৌরাঙ্গবাবু মেঘালয় সরকার তথা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি রাখেন, অবিলম্বে মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা গোটা ভারতবর্ষে বাঙালি নির্যাতন ও সাংবিধানিক অধিকার হরণের চক্রান্ত বন্ধ করা হোক।

গত মার্চ মাসে ইছামতি ও বালাগড় বাজারে যারা বাঙালিদের দোকানপাট ধ্বংস করেছে ও সম্প্রতি শিলঙে বাঙালি খেলোয়াড়দের মেরে জখম করেছে, তাদেরকে আইনানুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভিত্তি সালের অজুহাতে ভারতের ভূমিপুত্র কোনও বাঙালিকে রাষ্ট্রহীন করা চলবে না। এছাড়া, বাঙালি সমস্যা সমাধানে সংবিধানের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল বাঙালিস্তান গঠন করতে হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, অস্তিত্ব রক্ষা তথা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আমরা বাঙালি দল নিকট ভবিষ্যতে বাংলার অঞ্চল জুড়ে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবে।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় খাদ্য দফতরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১,৮১৩টি রেশনশপ রয়েছে। এর মধ্যে নগর এলাকায় রয়েছে ৩৯৫টি এবং গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ১,৪১৮টি। রেশনশপগুলিতে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত ভোক্তারা তাঁদের পণ্য সামগ্রী রেশন থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে রেশনকার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। রাজ্যে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে অন্তঃরাজ্য পোর্টাবিলিটির সুবিধা চালু করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গনবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে গণবন্টন ব্যবস্থায় সবকিছু ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সাফল্যকে বেশি করে প্রচারে নিয়ে যাওয়ার জন্য দফতরকে উদ্যোগ নিতে বলেন তিনি।

সভায় খাদ্য দফতরের অধিকর্তা আরও জানান, ত্রিপুরায় এখন গোডাউন থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান পর্যন্ত পরিবহণ, স্টক ইত্যাদি সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। রাজ্যে বর্তমানে আগরতলার ধর্মনগর ও উদয়পুরে তিনটি ট্রানজিট ডিপো রয়েছে। তাছাড়া ৭টি এফসিআই-এর বেইস ডিপো রয়েছে। এছাড়াও গোডাউন থেকে অন্য কোনও গোডাউন পর্যন্ত পণ্য দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য ৬৯টি তালিকাভুক্ত ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রাক্টর, গোডাউন থেকে রেশনশপে পণ্য দ্রব্য সরবরাহের জন্য ১৬০টি ডোরস্টেপ ডেলিভারি কন্ট্রাক্টর রয়েছে। খাদ্য অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৩টি তালিকাভুক্ত ময়দা মিল, ৬৫টি গম ভাঙার মিল রয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডাল সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজ্যে মজুত রয়েছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করতে হবে। রেশনশপের মাধ্যমে যাতে ডাল নিয়মিত সরবরাহ করা হয় তা দফতরকে নিশ্চিত করতে হবে।

মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর

হয় কোভিদা। জন্মের সময় তার ওজন ছিল ৪ কেজি। একই চিকিৎসকের দল দুই শিশুর জন্মের সময় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ওই শিশুটির মা জেসমিন বেঙ্গালুরু থেকে মণিপুর ফিরেছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বাচ্চা ও মা সুস্থ আছেন।

আইনজীবীদের

আটের পাতার পর

রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এখনো ডাইনি অপবাদে হত্যার মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসন এর তরফে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে বেঘোরে প্রাণ দিতে হচ্ছে নিরীহ উপজাতিদের। এসব বিষয়ে উপজাতিদের সচেতন করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি উঠেছে।

জমা দিতে হবে

আটের পাতার পর

বিলের যথাযথভাবে উল্লেখ করা থাকছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবসার নামের ক্ষেত্রেও তা সাম'স্যহীন। কোনও কোনও করদাতা জি এস টি আইন ভঙ্গ করেই ট্যাক্স' ইনভয়েস জমা দিচ্ছেন।

এই প্রেস রিলিজে তিনি আরও জানিয়েছেন জি এস টি আইন যথাযথভাবে মেনেই যৌগিক করদাতাদের প্রত্যেককে ট্যাক্স' ইনভয়েস / সাপ্লাই বিল জমা দিতে হবে। এই বিষয়টি সঠিকভাবে মানা না হলে তা কঠোরভাবে দেখা হবে এবং ত্রিপুরা স্টেট গুডস এণ্ড সার্ভিস ট্যাক্স' অ্যাক্ট, ২০১৭ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনজাতি বাসিন্দারা

আটের পাতার পর

দূরবর্তী ওভারফ্লোতে যেতে হতো। এখন তাদের নিজের বাড়িতেই পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুযোগ পেয়ে গেছেন। এজন্য তারা সরকারের কাছে ক'ত' থাকবেন বলে জানান। নিজেদের বাড়িতেই পানীয় জলের সংযোগ পেয়ে ভিলেজের জনজাতি বাসিন্দারা খুশি। আজ মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তারা সবাই মিলে সেই খুশির কথা ব্যক্ত করেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ভিলেজ পরিদর্শনকালে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই অটল জলধারা মিশনে সারা রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী সেই কাজ এগিয়েও চলেছে। ২ বছরে এই প্রকল্পে গ্রামে ৭০ হাজার ২৭১টি এবং শহরে ৫ হাজার টি পরিবারে সম্পর্ণ বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এবছর লেফুঙ্গা, জিরানীয়া এবং মোহনপুর ব্লকের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সারা রাজ্যে ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দ্রত গতিতে কাজও চলছে।

‘রিয়ালের বিপক্ষে পেনাল্টি পেতে পারত আথলেতিকও’

‘রেফারির সহায়তা পায় রিয়াল মাদ্রিদ’-লা লিগায় বেশ কিছুদিন ধরে চলা এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করলেন সাবেক রেফারি ইতুরালদে। তার মতে, রিয়ালের পাওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল; তবে পেনাল্টি পেতে পারত আথলেতিক বিলবাও।সান মামেসে রোববার ম্যাচের ৭৩তম মিনিটে স্পট কিকে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন সের্হিও রামোস। ডি-বক্সে মার্সেলো ফাউলের শিকার হলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।ইতুরালদের মতে, এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রেফারি।“এটা পরিষ্কার পেনাল্টি। বলের সংস্পর্শে আসার সামান্য আগে ব্রাজিলিয়ানের পায়ে পাড়া দেন আতলেতিকোর খেলোয়াড়। এটি যে পেনাল্টি তাতে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।”

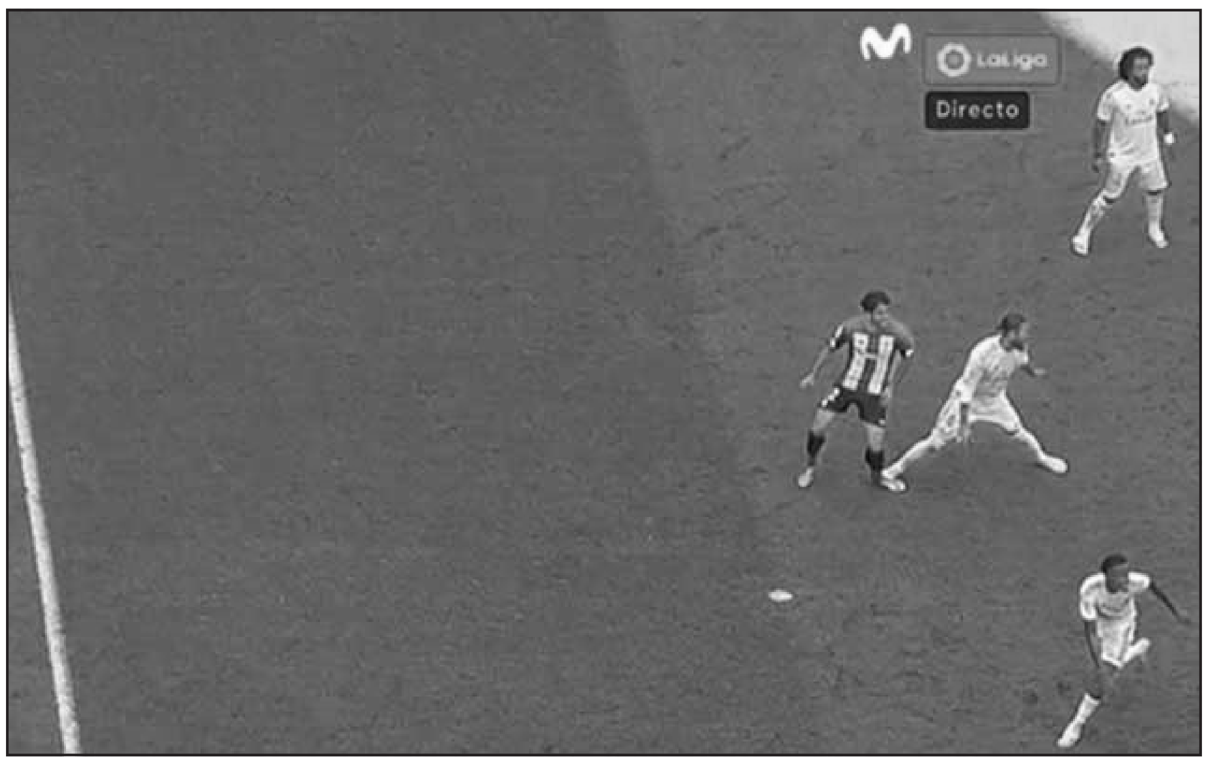

এর কয়েক মিনিট পর রিয়ালের ডি-বক্সে রামোসের বাধায় পড়ে যান বিলবাও স্ট্রাইকার রাউল গার্সিয়া। রিপ্লেতে দেখা যায়, গার্সিয়ার পায়ের পাতা মাড়িয়ে দিয়েছিলেন রামোস।কারণ হিসেবে তখন কমেন্টেটরদের বলতে শোনা যায়, রামোসের ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত ছিল না। তবে ইতুরালদের মতে, এটা পেনাল্টি ছিল, যা দেওয়া হয়নি। আর ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত বাধা, সেটা নতুন নিয়মে দেখা হয় না বলেও দাবি করেন তিনি।“এটাও পেনাল্টি।

ইচ্ছাকৃত বাধা কি না, সেটা এখনকার ফুটবলে আর বিবেচ্য নয়। আগের দিনে হলে হয়তো আমি এটা পেনাল্টি দিতাম না; কিন্তু বর্তমান নিয়মে এটা পেনাল্টি।”এই ম্যাচে ভিএআরের দায়িত্বে থাকা জিল মানসানোর দেখানো যুক্তি মানতে পারছেন না ইতুরালদে।

“ভিএরআরের দায়িত্বে থাকা জিল মানসানোর দাবি, প্রতিপক্ষকে ফেলে দেওয়ার কোনো অভিপ্রায় ছিল না রামোসের; কিন্তু এটা কোনো ইস্যু নয়। নিয়মের বই থেকে উদ্দেশ্যের বিষয়টি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই এটাও পেনাল্টি।”

আগের ম্যাচেও রামোসের একমাত্র পেনাল্টি গোলে জিতেছিল রিয়াল। তখনও ‘রিয়ালের পক্ষে রেফারি’ সাম্প্রতিক সময়ের চলমান এই আলোচনা-সমালোচনায় ঝড় উঠেছিল। আরও একবার তাদের জয়ের ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠলো।ম্যাচটি জিতে শিরোপা দৌড়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। দিনের পরের ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ব্যবধানে ৪ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা।

চাভির রেকর্ডের খুব কাছে মেসি

চলতি লা লিগায় সতীর্থকে দিয়ে আরেকটি গোল করাতে পারলেই প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের রেকর্ড স্পর্শ করবেন লিওনেল মেসি।মার্কার তথ্য মতে, আসরে সর্বোচ্চ ২০ অ্যাসিস্টের রেকর্ড মেসিরই সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ চাভি এরনান্দেসের। সাবেক এই তারকা মিডফিল্ডার ২০০৮-০৯ মৌসুমে রেকর্ডটি গড়েছিলেন। পাশাপাশি সেবার ছয়টি গোলও করেছিলেন তিনি।ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে রোববার বার্সেলোনার ৪-১ ব্যবধানের জয়ে দুটি গোলে ছিল মেসির অবদান। সব মিলে এখন পর্যন্ত এবারের লিগে ১৯ বার সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন বার্সেলোনা অধিনায়ক।এবার ২৯ ম্যাচে এই সংখ্যক অ্যাসিস্ট করিয়েছেন মেসি, পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২২ গোলও তার। পিচিচি ট্রফির দৌড়ে তার চেয়ে ৫ গোল কম করে দ্বিতীয় স্থানে আছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা।

বার্সার ডাগআউটে সেতিয়েনই থাকছেন: বার্তোমেউ

টানা কয়েক ম্যাচের ব্যর্থতায় ফিকে হয়ে গেছে লিগ শিরোপার স্বপ্ন। বেশ কিছু বিষয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোচের মতভেদের বিষয়ও প্রকাশ্যে এসেছে। তবে কিকে সেতিয়েনের ওপর আস্থা হারায়নি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আগামী মৌসুমেও বার্সেলোনার ডাগআউটে এই স্প্যানিয়ার্ড থাকবেন বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ।করোনাভাইরাস বিরতির পর ২ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে লিগ শুরু করেছিল বার্সেলোনা। এরপর সেভিয়া, সেল্তা ভিগো ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে হোঁচট খায় তারা। সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিরোপা দৌড়ে বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ।তবে, গত রোববার ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে বার্সেলোনার ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচটি নতুনভাবে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্লাবটির সমর্থকদের। অনেক দিন পর দেখা মেলে বার্সেলোনার সেই চিরচেনা রূপ, ছন্দময় ফুটবল।সেতিয়েনের ওপর থেকে তাই এখনই আস্থা হারাচ্ছে না বার্সেলোনা। কাতালান রেডিও আরএসিওয়ানকে মঙ্গলবার এমনটিই জানান ক্লাব প্রধান বার্তোমেউ।“অবশ্যই, সেতিয়েন দায়িত্বে থাকবেন। দল যেভাবে উন্নতি করছে, তাতে আমি বেশ খুশি। সেতিয়েন যেসব ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে, গত কয়েক ম্যাচে তা আমরা দেখেছি।”এরনেস্তো ভালভেরদের কোচিংয়ে গত দুই মৌসুমে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় বার্সেলোনা। এবারও লিগ টেবিলের শীর্ষে ছিল দলটি। তবে, তার সময়ে বিশেষ করে ইউরোপ সেরার মঞ্চে দলটির পারফরম্যান্স ছিল না নজরকাড়া। গত জানুয়ারিতে তাকে ছাঁটাই করে সেতিয়েনকে দায়িত্ব দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দলের পারফরম্যান্সে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, ভালভেরদের জায়গায় সেতিয়েনকে দায়িত্ব দেওয়া কতটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। তবে এ বিষয়ে কোনো আফসোস নেই বার্তোমেউয়ের।“ভালভেরদেকে বরখাস্ত করায় আমি অনুতপ্ত নই। আমাদের দলের নতুন একটা প্রেরণার দরকার ছিল এবং সেতিয়েন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে।”

সমর্থকদের আশা রাখতে বললেন বার্সা কোচ

লিগ শিরোপা লড়াইয়ে দল পিছিয়ে পড়েছে অনেকখানি। তবে হাল ছাড়তে রাজি নন বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন। সমর্থকদেরও আশা ধরে রাখতে বললেন তিনি। জানালেন, শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়।কাম্প নউয়ে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় লিগ টেবিলের তলানির দল এস্পানিওলের মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা।নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান ১ পয়েন্টে কমিয়ে আনার সুযোগ সেতিয়েনের দলের সামনে। ৩৪ ম্যাচে ২৩ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ২২ জয় ও সাত ড্রয়ে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা।দুই দলেরই বাকি আছে চারটি করে ম্যাচ। কাগজ-কলমের হিসাবে এখনো শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা আছে বার্সেলোনার। তাই আশা হারাচ্ছেন না সেতিয়েন। মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে লক্ষ্য অর্জনে অন্তত নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক

করার কথা বলেন এই স্প্যানিশ কোচ।“অবশ্যই আমরা এখনও লিগ জিততে পারি। কাগজ-কলমে এখনও এটি সম্ভব। শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের আশা ধরে রাখতে হবে।”“আমরা যা করতে পারি কেবল সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। ভালো খেলে জেতার চেষ্টা করতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। লিগ জিততে না পারলেও পরের মৌসুমের জন্য ভালো একটা ক্ষেত্র তো আমরা প্রস্তুত করতে পারি।”

অনলাইনে কোচের নির্দেশনাও কাজে লাগছে: সুফিল

বিশ্বকাপ বাছাই উপলক্ষে জাতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্প শুরুর কথা অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ইংল্যান্ডে ছুটি কাটানো কোচ জেমি ডে ঠিকই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে। ফরোয়ার্ড মাহবুবুর রহমান সুফিলও জানালেন অনলাইনে পাওয়া কোচের নির্দেশনা কাজে আসছে তাদের।গত জুনে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে আরও দুই বছরের জন্য নতুন চুক্তি করেন ডে। তবে গত মে মাসে চুক্তি শেষ হয়ে গেলেও অনলাইনের মাধ্যমে জামাল-জীবন-সুফিলদের ফিটনেস ধরে রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই ইংলিশ কোচ।বাফুফের মঙ্গলবার পাঠানো ভিডিও বার্তায় জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড সুফিল জানালেন, ঘরে বসে থাকা সময়টাতে অনলাইনে কোচকে নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন

তারা।“গত দুই বছর যাবৎ তার কোচিং সত্যিই ফলপ্রসূ ছিল। আমাদের সাথে তার খুব সহজেই বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই মহামারীতে আমরা যখন লকডাউনে, তখনও আমরা খুব সহজেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাকে কাছে পাচ্ছি, আমাদের অসুবিধাগুলো জানাতে পারছি এবং তিনি আমাদের সাথে সেগুলো নিয়ে কাজও করছেন।”ডের সহকারী হিসেবে স্থানীয় যারা কোচিং স্টাফ হিসেবে কাজ করছেন, তাদের কাছ থেকেও পরামর্শ পাওয়ার কথা জানালেন বসুন্ধরা কিংসের এই ফরোয়ার্ড।“বিদেশি কোচিং স্টাফদের সাথে স্থানীয় কোচরাও আমাদের সার্বক্ষণিক পরামর্শক ও প্রদর্শক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। যেমন (মাসুদ পারভেজ) কায়সার ভাইয়ের কথা যদি বলি, জেমির সকল কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার একটি কঠিন ভূমিকা থাকে।

TRIPURA HOUSING AND CONSTRUCTION BOARD,
(Constituted under Tripura Act No. 2 of 1979)
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e- tender.

Tripura Housing and Construction Board" here by invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-suppliers/Authorized-Dealers of Tripura **PWD/TTAADC** in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of **MES, Railways, CPWD and other states PWD** in PWD form- 7

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARN EST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Up gradation of Fire Service Training Centre at Matripally, Bhadharghat, Agartala (phase-I)/ S.H: Building Portion including water supply and sanitation (Balance Work)	Rs. 81,,92,022.00	Rs. 81,920.00	15 (Fifteen) months	30.07.2020 15.00 Hrs	30.07.2020 16.00 Hrs	https:// tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 480 seated new EKLAVYA Model Residential school building at Purba Daluma, under Amarpur SubDivision, Gomati District/ S.H: School building (G+I) storied (Building portion including water supply and sanitary installation)/ Balance Work.	Rs. 7,69,27,943.00	Rs. 7,69,279.00	30(Thirty) month				

Details of the tenders can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in, http;//tripurainfo.com

Sd/- (Er. M.G. Modak)
Deputy Executive Officer, PD (II)
THCB, Agartala.

অটল জলধারায় বাড়িতেই পানীয় জলের সংযোগ পেয়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন রাজঘাট ভিলেজের জনজাতি বাসিন্দারা

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ লেফুঙ্গা ব্লকের রাজঘাট এডিসি ভিলেজের 'অটল জলধারা মিশনের' রূপায়ণ সহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে ভিলেজ কমিটি অফিসে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ লেফুঙ্গা ব্লকের রাজঘাট এডিসি ভিলেজের 'অটল জলধারা মিশনের' রূপায়ণ সহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে ভিলেজ কমিটি অফিসে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভিলেজের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য সদস্যাগণ এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর আধিকারিক জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে লেফুঙ্গা ব্লক এলাকায় অটল জলধারা মিশনে ১৭টি গভীর নলকূপ এবং ৫১টি অগভীর নলকূপ খনন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেইগুলির খননের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, এই রাজঘাট ভিলেজে ৫৮৪টি পরিবারের বসবাস। এর মধ্যে ৫২৭টি পরিবারের বাড়িতেই অটল জলধারা মিশনে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকী পরিবারগুলিতে আগে থেকেই পানীয় জলের সংযোগ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী রাজঘাট এডিসি ভিলেজে অটল জলধারা মিশনে প্রতিটি বাড়িতেই পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী লেফুঙ্গা ব্লকের প্রতিটি বাড়িতে অতি দ্রত অটল জলধারা মিশনে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ভিলেজের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে বলেন, এটা খুবই আনন্দের যে ব্লকের ছো- একটি ভিলেজ যেখানে জনজাতি অংশের মানুষ সক্রিয়ভাবে সরকারী উন্নয়নমূলক কাজকে দ্রত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালের ২৮ নভেম্বরের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য সরকার অটল জলধারা মিশনের মতো একটি ঐতিহাসিক প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজও এগিয়ে চলেছে। তিনি সঠিক সময়ে সরকারি কাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রাম ও শহরের প্রতিটি বাড়িতে নানা সরকারী সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে সরকারের একমাত্র ও অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি সমাজের প্রতিটি মানুষকে সহযোগিতমূলক মনোভাব নিয়ে সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে মুখ্যমন্ত্রী রাজঘাট ভিলেজের অটল জলধারা মিশনে জল সরবরাহ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি গ্রামের রাজেশ দেববর্মা, ঊষারাণী দেববর্মা, সুজিৎ দেববর্মা, অনিতা দেববর্মার বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং এই কর্মসূচির রূপায়ণ নিয়ে তাদের সাথে মতবিনিয়মও করেন। তারা প্রত্যেকেই বর্তমান সরকারের সরকারী কাজের বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তারা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, একসময় ছিল যখন তাদের এক কলসি পানীয় জলের জন্য ১-২ কিলোমিটার ছয়ের পাতায় দেখুন

তীব্র ভূমিকম্পে কাঁপল ইন্দোনেশিয়া, ৬.১ তীব্রতার কম্পন সিঙ্গাপুরে

জাকার্তা ও সিঙ্গাপুর, ৭ জুলাই (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে সিঙ্গাপুরেও। ইন্দোনেশিয়ায় অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩ এবং সিঙ্গাপুরে ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে, কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ইউরোপিয়ান-মেডিটেররানিয়ান সিসমোলজি সেন্টার জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৪.২৪ মিনিট ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার সেমারাং থেকে ১৪২ কিলোমিটার উত্তরে। ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি জোরালো ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে সিঙ্গাপুরে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে সিঙ্গাপুরের ১১০২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ৬.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়।

মৃদু ভূকম্পন অরুণাচল প্রদেশে তীব্রতা মাত্র ৩.৪

ইটানগর, ৭ জুলাই (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ। সোমবার গভীর রাত ১.৩৩ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ের কাছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৪। ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, গভীর রাত ১.৩৩.১৬ মিনিট নাগাদ অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং থেকে ৯০ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৩.৪।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে মোবাইল বিতরণ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। আগামীকাল সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে মোবাইল বিতরণ করা হবে। নজরুল কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে সকাল ১১টায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার এবং ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানেরও উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জিএসটি আইন যথাযথভাবে মেনেই ট্যাক্স'ইনভয়েস জমা দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে চিফ কমিশনার অব স্টেট ট্যাক্স' এক প্রেস রিলিজে জানিয়েছেন যে করদাতাদের একটি অংশ ত্রিপুরা স্টেট গুডস এণ্ড সার্ভিস ট্যাক্স' রুলস, ২০১৭ অনুযায়ী ট্যা' ইনভয়েস / সাপ্লাই বিল জমা দিচ্ছেন না। আরও দেখা যাচ্ছে যে করের হার (জি এস টি অর্থাৎ এস জি এস টি, সি জি এস টি, আই জি এস টি এবং সেস), করের পরিমাণ, এইচ এস এন কোড ইত্যাদি ট্যাক্স' ইনভয়েস / সাপ্লাই ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর আবাসে বসল সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, মেঘালয়ে ২০২০-এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

শিলং, ৭ জুলাই (হি.স.) : বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে পা বাড়িয়েছে মেঘালয় সরকার। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে রাজ্যের মোট চাহিদার ৭৫ শতাংশ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা তাঁর অফিশালায় টুইটে এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, ছাদের উপরে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের সূচনা নিজের সরকারি বাসভবন দিয়েই শুরু করেছেন। তাঁর সরকারি আবাসের ছাদে সংস্থাপিত সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে। বিদ্যুতের চাহিদাও মেটাচ্ছে। সাথে এক ভিডিও বার্তায় তিনি সাফ জানিয়েছেন, উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠানো হবে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য মেঘালয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণে উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন নদী, জলপ্রবাহ এবং পরিত্যক্ত লেক-এর জল ব্যবহার করে হাইড্রো-পাওয়ার প্রজেক্ট গড়ে তুলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে মেঘালয় সরকার। রাজ্যে মোট ১,৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু নিজস্ব উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৯৭০ মেগাওয়াট। ফলে, ৪২ শতাংশ বিদ্যুতের ঘাটতি বাইরে থেকে ক্রয় করে মেটাতে হচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চিন্তাধারা শুরু করেছে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা ভিডিও বার্তায় বলেন, হাইড্রো-পাওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল উৎস। কিন্তু, অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তিকে ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা উচিত হবে না। তাঁর কথায়, বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সৌর বিদ্যুতের কোনও বিকল্প হয় না। সেক্ষেত্রে ছাদের ওপর সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প সংস্থাপন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সরকার। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র বসানো হয়েছে। তাতে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের সাথে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠানো যাচ্ছে।

তিনি বলেন, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ব্যবহার এবং উদ্বৃত্ত পরিমাণের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর দাবি, শিলং শহরে ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে ২০০ মিলিয়ন ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা করা যাচ্ছে। ভাড়া নেওয়ার স্কিমের সহায়তায় ওই প্রকল্পটি চালু করা হবে। তাতে ভোক্তারাও উপকৃত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আগামী অর্থবর্ষে ১২১টি সরকারি ভবনে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত সরকারি অফিস এবং সরকারি কলেজে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা সম্ভব হলে প্রত্যেক শনি, রবি এবং ছুটির দিনে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠানো সম্ভব হবে। তাতে ২০২০ সালের মধ্যে ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে।

অনলাইনে ক্লাস চললে থাকা যাবে না আমেরিকায় বিপাকে বিদেশি পড়ুয়ারা

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তের কারণে ফের কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যে সমস্ত বিদেশি পড়ুয়াদের অনলাইনে ক্লাস চলছে, তাঁরা থাকতে পারবেন না আমেরিকায়। মার্কিন মুলুক তাঁদের ছাড়তে হবে।

বিবৃতি দিয়ে মার্কিন অভিবাসন দফতর এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট দফতর জানিয়েছে, অভিবাসী নন, এফ—১ এবং এম—১ ভিসায় যেসব পড়ুয়ারা পড়াশোনা করছেন, তাঁদের কারও কারও পুরো পঠনপাঠন অনলাইনে হওয়া সম্ভব নয়। গবেষণা বা অন্য ধরনের কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই হয়। শুধু সেই সব পড়ুয়ারাই আমেরিকায় থেকে যেতে পারবেন। কিন্তু যাঁরা এখন আমেরিকার কোনও কোর্সে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের দেশ ছেড়ে যেতে হবে। নয়তো অন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বদলি নিতে হবে, যেখানে অনলাইনে ক্লাস চলছে না। ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে সঙ্কটের মধ্যে পড়লেন লক্ষ লক্ষ বিদেশি পড়ুয়া।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল কিন্নরে ৩.২ তীব্রতার কম্পন

শিমলা, ৭ জুলাই (হি.স.): আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক! ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.২। সোমবার গভীর রাতে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে কিন্নর জেলা। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হিমাচল প্রদেশ আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা মনমোহন সিং জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাত ১.০৩ মিনিট নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কিন্নরের উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ৭ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, ভূমিকম্পের জেরে হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৭ জনের, পাকিস্তানে করোনায় মৃত বেড়ে ৪,৮৩৯

ইসলামাবাদ, ৭ জুলাই (হি.স.): রাশ টানাই যাচ্ছে না, পাকিস্তানে রোজই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৬৯১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। মঙ্গলবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫০৯-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮২,৬৬৯ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৯৬,২৩৬ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ২৮,২৩৬, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৫৫৭, বালোচিস্তানে ১০,৮৪১, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৫৮৭, আজাদ কাশ্মীরে ১,৩৮৩।

মঙ্গলবার পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,৬৯১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। পাকিস্তানে মঙ্গলবাফ সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৮৩৯ জনের। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ১৩৪,৯৫৭ জন।

চিন প্রসঙ্গে ক্ষমা চাওয়া উচিত কংগ্রেসের, দাবি বিজেপি নেতার

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি. স.): চিনা আগ্রাসন নিয়ে অযথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দোষারোপ করার জন্য কংগ্রেসের উচিত দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া ।মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শিব প্রকাশ শুক্লা ।মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছি শিব প্রকাশ শুক্লা জানিয়েছেন, কূটনৈতিক এবং সামরিকভাবে চিনের বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছে ভারত ।এ তারই প্রতিফলন যে চিন মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে দুই কিলোমিটার পেছনে সরে গিয়েছে ।সম্প্রতি লাদাখে গিয়ে সেনা জওয়ানদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অযথা চিনা আগ্রাসন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ করার জন্য কংগ্রেসের উচিত দেশবাসীর সামনে ক্ষমা চাওয়া ।উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা থেকে দুই কিলোমিটার পিছনে সরে গিয়েছে চিন. ভারতের কূটনৈতিক এবং সামরিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেই এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে লালফৌজ।

চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ভাবছে আমেরিকা : মাইক পম্পেও

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই (হি.স.): ভারতের পর এবার আমেরিকা। ভারত অবশ্য ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এবার চিনা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেও জানিয়েছেন, টিকটক-সহ চিনা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ নিষিদ্ধ ছয়ের পাতায় দেখুন

ডাইনী অপবাদে হত্যা, পুলিশ সুপারকে স্মারক আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চম্পকনগরের শ্রীরাম কোবরা পাড়ায় ডাইনি অপবাদে এক উপজাতি মহিলাকে হত্যার ঘটনার তিন মাস পরও দোষীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি অংশের মানুষজন এর তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

ডাইনি অপবাদে উপজাতির মহিলাকে হত্যার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয় জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মার নেতৃত্বে এলাকার জনগণ পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তারা জানান গত ২৯ মে চম্পকনগরের শ্রীরাম কোবরা পাড়ায় ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক মহিলাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়, অবশেষে মহিলার মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে ১১ জনের নাম রয়েছে পুলিশের কাছে। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ডাইনি অপবাদে এক মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যার পর পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেনি। আইনি দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হত্যাকারীরা পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ না করা এবং পুলিশি তদন্তে গাফিলতির কারণেই হত্যাকারীরা এই মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার আশঙ্কা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে এ বিষয়ে ডেপুটেশন প্রদানকালে সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়নের অন্যতম সদস্য ভাস্কর দেববর্মা অভিযোগ করেছেন পুলিশি তদন্তে গাফিলতি রয়েছে।

পুলিশ সঠিক ধারায় মামলা গ্রহণ করেনি। নিরীহ মহিলাকে ডাইনি অপবাদে হত্যায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। ডেপুটেশনে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা জেলা পুলিশ সুপারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। উল্লেখ্য ছয়ের পাতায় দেখুন

অনাথ অর্পিতার সাফল্যে খুশি তেলিয়ামুড়ার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই।। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যখন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাফল্য অর্জনকারী কৃতি সেরা ১০-এর তালিকায় নাম থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ব্যাস্ত ঠিক সেই সময় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মা বাবা ছাড়া অনাথ মেয়েটিত্রিপুরা রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। জন্মসূত্রে যদিও তেলিয়ামুড়া মহকুমার মগবাড়ি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছিল মেয়েটি। চার বছর বয়সে বাবা মারা যায় এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই মাতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত হয় মেয়েটি, মারা যায় মেয়েটির মা ও। এক নিকট আত্মীয় তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলেও নিজের সংসারের ভরণপোষণ যখন সেখানে ভালো ভাবে জুটত না, আর বাবা মা হারা শিশু মেয়েটির যখন বড় হতে লাগল তখন তাকে তার নিকট আত্মীয় পাঠিয়ে দিলো আগরতলার কোন এক ছাত্রী আবাসনে।সেখান থেকে মেয়েটির আগরতলার বিজয় কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করে সেই স্কুলের শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০.৮ু(শতাংশ)

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার পদে লোক নিয়োগে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরে ৮০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার পদে লোক নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল মিশন অন এগ্রিকালচার এ'টেনশান টেকনোলজি প্রকল্পে চুক্তির ভিত্তিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার পদে লোক নিয়োগ করা হবে। প্রত্যেকের মাসিক বেতন হবে ২৫ হাজার টাকা। এরজন্য বার্ষিক ব্যয় হবে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় শেয়ার থেকে ব্যয় হবে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে এগ্রি অ্যালায়েড সেক্টারে বি এস সি পাশ।

এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগরতলায় এডিসি ভবন স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ব্যয় হবে ১০ কোটি টাকা। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগরতলা টাউন হলের পেছনে যে পুরাতন কাউন্সিল ভবন রয়েছে সেখানেই এডিসি ভবন তৈরি করা হবে। তিনি জানান, এডিসি এলাকা থেকে লোকজন আগরতলায় এলে তাদের থাকা খাওয়ার সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা নিরসনের জন্যই আগরতলায় একটি এডিসি ভবন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

জয়নগরে চিকিৎসকের বাড়িতে চুরি, কয়েক ঘন্টাতেই বামাল চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জয়নগরে এক চিকিৎসকের বাড়ি থেকে চুরির ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বামাল চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলো বটতলা আউট পোস্ট এর পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে জয়নগর এলাকার চিকিৎসক মৌসুমী দাস এর বাড়ির নিচতলার ঘরের দরজার তালা ভেঙ্গে চোরের দল ইনভাটার, ব্যাটারি সহ অন্যান্য বেশকিছু সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নজরে আসে চিকিৎসক মৌসুমী দাসের। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বটতলা আউটপোস্টের পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে বটতলা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। শুরু হয় ঘটনার তদন্ত। তদন্তে নেমে বটতলা আউটপোস্ট পুলিশ রাজনগর এলাকা থেকে রাকেশ মিয়া নামে এক কুখ্যাত চোরকে পাকড়াও করে। তার হেফাজত থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে রাকেশ মিয়া নামে উল্টো আরো বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য, আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় বেড়ে চলেছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪৬৭ জনের, ভারতে ৭ লক্ষ ছাড়াল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না! কোনও ভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানা যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২২,২৫২ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,১৬০ জন এবং সংক্রমিত ৭,১৯,৬৬৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,৩৯,৯৪৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,১৯,৬৬৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৫৯,৫৫৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০,১৬০। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,৩৯,৯৪৮ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২০,১৬০ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু'জন, অসমে ১৪ জন, বিহারে ৯৭ জনের, চণ্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১৪ জন, দিল্লিতে ৩১১৫ জনের, গোয়া ৭ জন, গুজরাটে ১৯৬০ জনের, হরিয়ানায় ২৭৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৩৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২০ জনের, কর্ণাটকে ৪০১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৭ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬১৭ জন, মহারাষ্ট্রে ৯,০২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩৮ জনের, পুদুচেরিতে ১২ জন, পঞ্জাবে ১৬৯ জন, রাজস্থানে ৪৬১ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৫৭১ জন, তেলেঙ্গানায় ৩০৬ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪২ জন, উত্তর প্রদেশে ৮০৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭৭৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। করোনা-আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে এগিয়েই রয়েছে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,১১,৯৮৭-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১০০,৮২৩, গুজরাটে ৩৬,৭৭২, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ২২,৯৮৭, উত্তর প্রদেশে ২৮,৬৩৬ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১১,৪৯,৭৮।

মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা যতটা দ্রুত গতিতে বাড়ছে, ঠিক ততটাই দ্রুত গতিতে চলছে নমুনা পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ৬ জুলাই পর্যন্ত ১,০২,১১,০৯২টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। শুধুমাত্র ৬ জুলাই ২,৪১,৪৩০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।